উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২০২০-২০২১

উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২০২০-২০২১

মুজিব
শতবর্ষ
MUJIB
100

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার

ই-গভর্মেন্ট রোডম্যাপ
ও ই-গর্ভনেন্স
ইন্টারঅপারেবিলিটি
ফ্রেমওয়ার্ক

সরকারি দপ্তর সমূহ ও
প্রদত্ত সেবা প্রদানের জন্য তথ্য
উপাত্ত ইলেক্ট্রনিক উপায়ে
আদান-প্রদান করার জন্য ই-গর্ভনেন্স
ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক
প্রণয়ন করা হয়েছে।

ই-গভর্মেন্ট কার্যক্রম
বাস্তবায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত
রয়েছে। ই-গর্ভনেন্স বৃহৎ প্ল্যানের আওতায়
সকল মন্ত্রনালয় বিভাগ এবং অধিদপ্তর
সংস্থাকে বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল
আর্কিটেকচার পরিকল্পনায় আনার একটি
রোডম্যাপ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা
হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদের
বিশেষ কৃতজ্ঞতা

পরিষদ মাননীয় মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), সম্মানিত সিনিয়র সচিব (প্রধান উপদেষ্টা) এবং অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি) (উপদেষ্টা) এর নিকট সম্পাদনা পরিষদ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ !

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ
জননিরাপত্তা বিভাগ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উদেষ্টা

জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

মোঃ জাহাংগীর আলম
অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি)
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সংকলণ ও সম্পাদনা

মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা
উপসচিব (নিরাপত্তা)
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

সহযোগিতায়

প্রকাশ কর্মকার
সহকারী প্রোগ্রামার
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

কম্পিউটার

আব্দুর রউফ আনসারী
কম্পিউটার অপারেটর
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

নকশা

মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা, উপসচিব (নিরাপত্তা)
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০২১

মুদ্রণ

জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৬২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের উপধ্যায় বাংলাদেশকে যুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বিগত এক দশকে অসামান্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এলক্ষ্যে ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও কার্যক্রম এবং সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে আদান প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে; প্রণয়ন করা হয়েছে ডিজিটাল গভর্নেন্স আইন-২০২০' এছাড়াও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে সরকারের সকল সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছানোর জন্যে স্বল্প সময়ে, কম খরচে, কম পরিদর্শনে এবং গুণগত ও উন্নত সেবা প্রদানে সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এবং অধিভূক্ত দপ্তর/সংস্থার সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবন উদ্যোগ সাফল্যজনকভাবে অবদান রাখছে। উদ্ভাবনী চর্চা এবং সেবা সহজিকরণের কার্যক্রমের সংকলন সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পুস্তিকায় সন্নিবেশিত উদ্ভাবন এবং সেবা সহজিকরণ পদ্ধতি ও কার্যক্রমের প্রকৃতি, সৃজনশীলতার জন্যে অন্যান্যরা উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হবে তেমনি সেবা গ্রহীতাগণ পূর্নাঙ্গভাবে অবহিত হতে পারবে বলে মনে করি। সকলকে মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের সার্বিক কর্মকান্ড সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মুজিববর্ষের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার আধুনিক রূপ আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কর্মযজ্ঞের কর্মপরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিত্য নতুন উদ্ভাবন এবং সেবা সহজিকরণ কর্মপ্রণালীর নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে 'ভিশন ২০৪১' দীর্ঘ স্বপ্নধারণ করে নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশের বিনির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা ও সেবা সহজিকরণের কার্যক্রম নিরন্তর অগ্রসরমান। বার্ষিক কর্মসম্পাদনের বিভিন্ন উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাতে সরকারি কর্মচারীগণ উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত বোধ করে তেমনি সেবা প্রদান সহজলভ্য ও গুণগত মান বজায় রেখে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারে।

জননির্ভর সমাজ ও অর্থনীতি বিনির্মাণে উদ্ভাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায়, বিভিন্ন সরকারি কর্মসম্পাদন ও কার্যক্রমকে আরও দুর্বারগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ জন্য ২০২০-২০২১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশের কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

অতিরিক্ত সচিব (রাজনৈতিক ও আইসিটি)
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অনুবন্ধ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দর্শন 'আমার গ্রাম আমার শহর' তারুণ্যের শক্তি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে সামনে রেখে ই-গর্ভনেন্স এর নিত্য প্রচলনে উদ্ভাবন চর্চা এবং সেবা সহজিকরণ কর্মপ্রণালী একান্তভাবে অপরিহার্য।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। দপ্তরে বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির মৌলিক ও আমুল পরিবর্তন অথবা কিঞ্চিত পরিবর্তনের মাধ্যমে সেবা প্রদানে ঘরে বসে কম খরচে স্বল্প সময়ে ও গুনগত ও উন্নত মান নিশ্চত করে নাগরিক সন্তুষ্টির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন হলো উদ্ভাবনী চর্চা এবং সেবা সহজিকরণের মূলমন্ত্র। বর্তমানে বহুমূখী চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সমাধান, প্রশাসনিক সহজিকরণ বজায় রেখে সকল সেবা সহজ ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদনাই মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশে এর নানা মুখি পদক্ষেপ ইতোমধ্যে এ বিভাগ ও অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল ডিজাইন ল্যাবে (ডিএসডিএল) সেবাসমূহ সহজিকরণ এবং নানা ধরনেরে উদ্ভাবনী চর্চা সম্পাদনা করা হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে সেবার চাহিদা বিশ্লেষনপূর্বক সহজ পদ্ধতি প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান পরিবর্তন ও পরিমার্জন সম্পন্ন এবং তথ্য, যোগাযোগ ও কারিগরি জ্ঞান ব্যবহার করে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য।

উদ্ভাবনী চর্চা ও সেবা সহজিকরণের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ ও অধিভুক্ত দপ্তর/ সংস্থায় বিভিন্ন সেবা উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভাবন চর্চা এবং সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত পুস্তিকার সঙ্গে সকলকে অনিমেষ শুভ কামনা।

মোঃ জাহাংগীর আলম
প্রধান উদ্ভাবণ কর্মকর্তা

ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে উদ্ভাবন চর্চা ও সেবা সহজিকরণের পথ প্রণালী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-গভর্মেন্ট মহাপরিকল্পনা এবং এর সফল বাস্তবায়ন তথা, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের উদ্ভাবনী কার্যক্রম একটি কৌশলের পথ নির্দেশনা হিসেবে কাজ করছে। জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রমগুলো সরকারের উদ্ভাবনী চর্চা, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা প্রদানের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রমগুলো সরকার ও সেবা গ্রহীতার জন্য সহজলভ্য হওয়ায়, গুনগতমান বজায় রাখছে। ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়ন বাঙ্গালি জাতির বিস্তৃত টেকসই উন্নয়নের পথ প্রণালী হিসেবে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

১. ই-গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০১৮ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-গভর্নমেন্টের মহাপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, ই-গভর্নমেন্টের ভিশন হলো:

ই-গভর্নমেন্টের মহাপরিকল্পনার লক্ষ্য

"ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট"

ই-গভর্নমেন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাই হলো ই-গভর্নমেন্টের মিশন।

লক্ষ্যসমূহ:

- নাগরিক জীবন সহজতর করা;
- ব্যবসাগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং
- সরকারি কাজে উদ্ভাবনের প্রয়োগ।

নাগরিকদের জন্য ডিজিটাল সেবাসমূহ সরবরাহ করা, কর্পোরেট কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল সেবাসমূহ প্রদানের মাধ্যমে সংস্থাগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি কার্যক্রম উদ্ভাবনে উন্নয়ন ঘটানো।

২. কৌশল

বর্তমান কার্যক্রম বিশ্লেষণপূর্বক উদ্ভাবন নির্দেশনার উন্নয়ন নিচে দেওয়া আছে:

(ক) জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সাহায্যে একটি মহাপরিকল্পনা সংগতিপূর্ণ করে ই-গভর্নমেন্ট দ্রুত বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

(খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুসরণকৃত ই-গভর্নমেন্ট সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বিবেচনাপূর্বক ই-গভর্নমেন্টের জন্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা জরুরী।

লক্ষ্যসমূহের প্রচারের জন্য কৌশলগুলো সঙ্গায়িত করা হয়েছে

১. ই-গভর্নমেন্টের জন্য আইনী কাঠামো এবং প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
২. কার্যকর সরকারি উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠা করা;
৩. ডিজিটাল সেবাসমূহ সকলের কাছে সুবিধাজনক ও সহায়ক করে তোলার জন্য উন্নত করা এবং
৪. সুরক্ষিত ডিজিটাল সেবাসমূহের জন্য অবকাঠামো তৈরি করা।

উদ্ভাবন চর্চা

উদ্ভাবন হলো সৃজনশীলতা (চিন্তাপ্রসূত ধারণা বা আইডিয়া জেনারেশন) এবং এর সাফল্যজনক বাস্তবায়ন। উদ্ভাবন প্রণালী হলো কোন কিছু উৎপাদনে, প্রক্রিয়াতে, সেবার অথবা কোন বিষয়ে কিছু করার এমন একটি উন্নত ও গুণগত পদ্ধতি প্রচলন যা বিদ্যমান পদ্ধতির আমূল এবং ঈষদ পরিবর্তন অথবা নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং একই সাথে ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন সাধনকরণ।

৪. ডিজিটাল সেবাসমূহ

৪.১. সরকার থেকে সরকার (জিটুজি)

জিটুজি সেবার লক্ষ্য সেবাসমূহের উন্নতি এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য জনপ্রশাসনকে উন্নতিকরণ:
জিটুজি সেবা নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে.

সেবাসমূহ প্রদানকারী

- সরকারের অন্যান্য সংস্থাসমূহের সেবা প্রদানের জন্য সার্বক্ষণিক সংস্থা কর্তৃক প্রচলন;
- ই-মেইল সেবা, ব্যবসা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পদ্ধতি, ই-ডকুমেন্ট বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বিএনডিএ
- সার্বক্ষণিক সংস্থা: আইসিটি বিভাগ

সাধারণ সেবা

- একাধিক সরকারি সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদন
- ডিজিটাল বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, অডিট এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- সার্বক্ষণিক সংস্থা: সেবা দান এজেন্সি

প্রশাসনিক সেবাসমূহ

- প্রতিটি সংস্থার কাজের জন্য সেবাসমূহ;
- প্রতিটি সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন।

সেবা সহজিকরণ পদ্ধতিতে ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নঃ

- প্রদত্ত সেবাসমূহের কাঠামোর আমুল পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা কিঞ্চিত পরিবর্তন (সহজিকরণ);
- অত:পর তথ্য ও প্রযুক্তি প্রয়োগপূর্বক সেবা সহজিকরণ;
- যাতে সেবা গ্রহীতা কম খরচে, স্বল্প সময়ে ঘরে বসে গুণগত ও উন্নত সেবা গ্রহণ করতে পারে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন ৩ টি অংশে বিভক্ত

০১. ই-গভর্নমেন্টের ভিত্তি

ক. ই-গভর্নমেন্ট আইন বাস্তবায়ন;
খ. ই-গভর্নমেন্ট আইন প্রনয়ন প্রতিষ্ঠাকরণ;
গ. অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন;
ঘ. বিএনডিএ, এসপিএস এবং
ঙ. ই-গভর্নমেন্ট সুরক্ষা কেন্দ্র প্রসারিতকরণ।

০২. সেবা একীকরণ (২০২২-২০২৩)

ক. কৌশলগত উদ্যোগ বাস্তবায়ন;
খ. একীকরণ সেবা এবং
গ. এনডিসি প্রথম নীতি।
ঘ. ই-গভর্নমেন্ট সুরক্ষা কেন্দ্রের সরকারি প্রশস্থ সেবা।

০৩. আধুনিকীকরণ

ক. ডিজিটাল সেবা আধুনিকীকরণের জন্য বিগডাটা, এআইএম ব্যবহার।

1. Road Map

	Phase 1 (2019-2021) Foundation of e-Government	Phase 2 (2022-2023) Service Integration	Phase 3 (2024-) Modernization
Law/Governance	Enactment of e-Government Act Governance for e-Government		
Government Work (G2G)	BNDA, BPR Prioritized Initiatives	Strategic Initiatives	Latest Technology
e-Services (G2C, G2B)	Prioritized Initiatives Service Interaction	Strategic Initiatives	Latest Technology
Infrastructure	Prioritized Initiatives e-GSC Service Expansion	NDC First Policy e-GSC Govern wide Service	

2. e-Government Framework

e-Government for Digital Bangladesh

Make Citizens Lives Easier Businesses Competitive Government Innovative

Law/Governance	Governance for e-Government; e-Government act; e-Government standard
Portal	National Portal; GRS; Open Data; Government
e-Service	e-Municipality; e-Immigration; e-Customs; e-Investment; e-Statistics e-Education; ITS; e-Agriculture; e-Permit; e-Environment e-Healthcare; e-Tax; e-Patent; e-Trade; DMS e-Welfare; e-Job; e-Logistics
Common Service	Digital Budget Management System; Human Resource Management System; Performance Management System; Audit and Internal Control System
Shared Service	Government Mailing Service; Government Business Process system; e-Document Management System; BNDA
Infrastructure	Gov. NET; NDC; GovPKI; eGSC

জননিরাপত্তা বিভাগ

জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ-(২০২০-২০২১)

ক্র. নং.	শিরোনাম	বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	মন্তব্য
০১	AOMS (Audit Objection Management System) সফটওয়্যারের মাধ্যমে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য এবং অডিট আপত্তি সমাধান কোন পর্যায় আছে তা সব সময় সঠিকভাবে জানার জন্য একটি Audit Objection Management System সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১.ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে ইউজার তৈরি করা এবং ইউজার এর রোল অনুসারে সিস্টেম এ অ্যাক্সেস পাবে । ২. প্রত্যেক ইউজার নতুন অডিট আপত্তি আপলোড করতে পারবে এবং মতামত দিতে পারবে, যদি কোন মিটিং এর প্রয়োজন হয় তাহলে অডিট আপত্তি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মিটিং এর লিংক, আইডি ও পাসওয়ার্ড জানানো যাবে এবং ই-মেইল নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানানো যাবে । যদি সব ঠিক থাকে তবে অডিট আপত্তি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার থেকে নির্দিষ্ট অডিট আপত্তি ডকুমেন্ট পিডিএফ আকারে বের করতে পারবে । ৩.অডিট আপত্তি সমাধান করার পর সব ডকুমেন্ট সিস্টেম এর আর্কাইভ এ জমা থাকবে, যা যে কোন সময় ইউজার দেখতে পাবে। ৪.ইউজার অনুসারে, তারিখ অনুসারে এবং ক্যাটাগরি ও সাব ক্যাটাগরি অনুসারে অডিট এর রিপোর্ট বের করা যাবে এ সফটওয়্যার থেকে ।	বাস্তবায়িত

ক্র. নং.	শিরোনাম	বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	মন্তব্য
০২	Digital Access Control System	বর্তমানে সচিবালয়ে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং দর্শনার্থীরা ডিজিটাল পাশ সিস্টেম এর আওতায় প্রবেশ করে থাকেন।কিন্তু অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাশ সংগ্রহ করে সচিবালয়ে প্রবেশ করে থাকেন।এছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ও সভায় অংশগ্রহণকারীও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পাশ সংগ্রহ করে সচিবালয়ে প্রবেশ করে থাকেন।এতে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পাশ এর আওতায় সকল প্রবেশকারীদের ডিজিটাল এ বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। এ অসুবিধা দুর করার জন্য Digital Access Control System সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১। Unified Digital Pass Management System- এর আওতায় সকল প্রকার প্রবেশকারী একটি ডিজিটাল সিস্টেম এর আওতায়ে আনা হবে যা "জাতীয় পরিচয় পত্র এবং বিটিআরসি (মোবাইল ডাটাবেজ) সার্ভারের সাথে সমন্বয় করে তথ্য যাচাই করে সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। ২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে NID Verification এর মাধ্যমে কর্মকর্তা, কর্মচারী, দর্শনার্থী, সভায় অংশগ্রহণকারী, বহিরাগত অন্যান্য সরকারি চাকুরিজীবীসহ সকল প্রকার প্রবেশকারীদের জন্য পাশ প্রদান কক্ষ থেকে আবেদন করে অতিদ্রুত সংগ্রহ করা যাবে। যা হবে একটি One Stop Service ব্যবস্থা। ৩। সকল প্রকার প্রবেশকারীদের তথ্য একটি ডাটা সেন্টারে অত্যন্ত নিরাপত্তার সহিত সংরক্ষণ করা হবে। ৪। সকল প্রকার পাশ One Stop Service এর মাধ্যমে সচিবালয়ে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা থাকবে যাতে প্রবেশকারীর তথ্য সুরক্ষিত থাকবে। ৫। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, আইরিশ স্ক্যানার, NID Verification, Operator Database, KIOSK Terminal, Face Recognition System, Firewall Implementation, LAFIS (Life Facing Identification System) Central Database System, যেকোনো স্থান থেকে পাশ প্রদানের জন্য ওয়েব অ্যাপলিকেশন ও মোবাইল (Native) অ্যাপলিকেশন, 2-way Verification এর জন্য Unified Digital Pass Management System টি হবে সর্বাধুনিক এবং সুরক্ষিত একটি সিস্টেম।	বাস্তবায়িত

ক্র. নং.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	মন্তব্য
০৩	Store Management System	জননিরাপত্তা বিভাগের মালামালের চাহিদা পূর্বে manually কাগজে লিখে করা হতো। অনেক সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষ উপস্থিত না থাকলে মালামাল গ্রহণ ও প্রেরণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এ অসুবিধা দুর করার জন্য Store Management System সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	১.মালামালের চাহিদাপত্র অনলাইনে প্রেরণ করা যায়। ২.মালামলের হিসাব সবসময় আপডেট থাকে। ৩.কোন শাখা কোন আইটেম কতগুলো নিয়েছে সে হিসাব দ্রুত সময়ে পাওয়া যায়। ৪.সারা বছর কোন আইটেম কতগুলো লেগেছে সে হিসাব দ্রুত পাওয়া যায়। ৫. মালামাল শেষ হওয়ার পূর্বে এলার্মিং সিস্টেম থাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। ৬. এতে সময়, শ্রম এবং জনবলের সাশ্রয় হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

প্রস্তাবিত সচিবালয়ে প্রবেশ ব্যবস্থায় "Digital Access Control System"

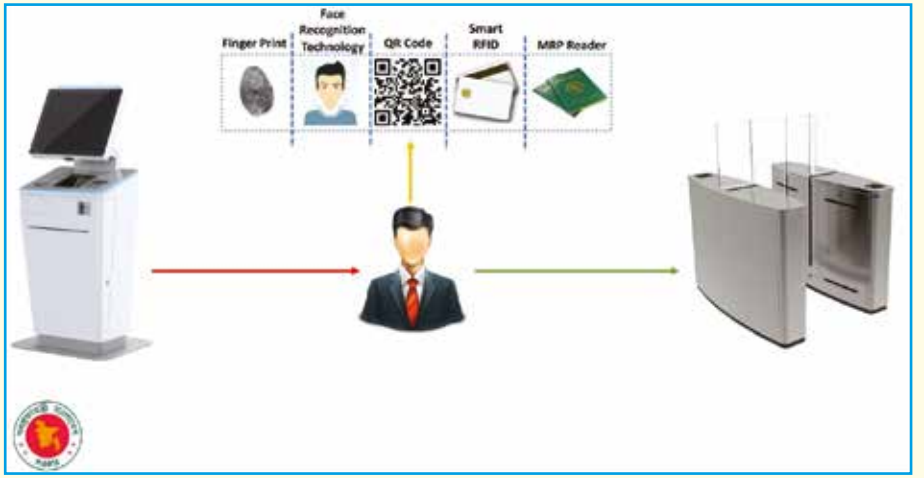

প্রস্তাবিত সচিবালয়ে প্রবেশ ব্যবস্থায় "Digital Access Control System"

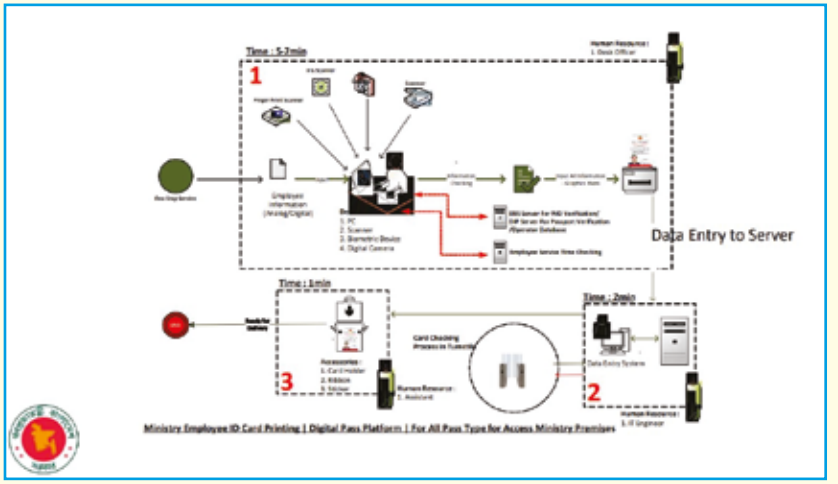

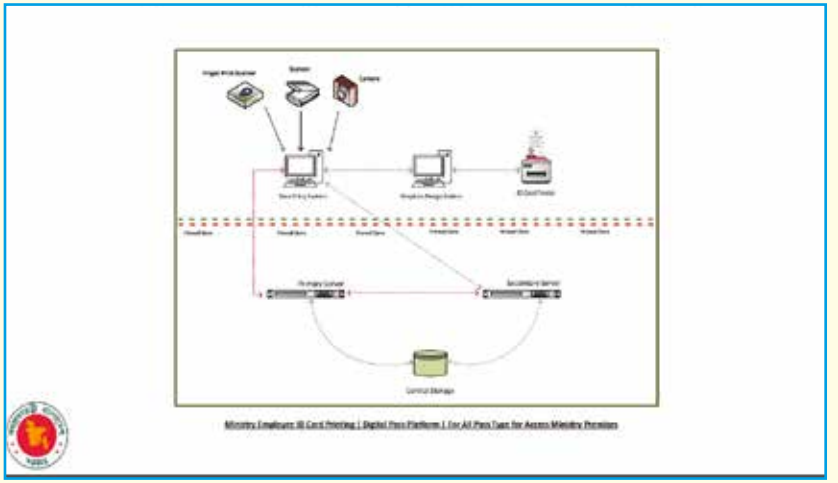

সচিবালয়ের প্রবেশমুখে ডিজিটাল অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম স্থাপন

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে পূর্বের ও পরিবর্তিত পদ্ধতির তুলনা

ক্ষেত্র	পূর্ববর্তী পদ্ধতি	পরিবর্তিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	৭/১৫ কর্মদিবস	৫-১০ মিনিট
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	কোন ফি নাই	কোন ফি নাই
যাতায়াত	দুই বা ততোধিক	এক বার
ধাপ	৫ টি	৩ টি
জনবল	৮-৯ জন	৫-৬ জন

২০২০-২১ অর্থবছরে জননিরাপত্তা বিভাগের উদ্ভাবকগণকে প্রনোদনা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সম্মাননা স্বারক উপহার দিচ্ছেন জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন।

জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের সমন্বয়ে ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ল্যাব

উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ

সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ

সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable-এর কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা

Submarine Cable Landing Station (Cox's Bazar) ভবনের পাশে জননিরাপত্তা বিভাগের ইনোভেশন টিম

বাংলাদেশ পুলিশ

বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ-(২০২০-২০২১)

ক্রঃ	শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল	বাস্তবায়ন
০১	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. তারিখ হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ০৯টি থানায় ১০০% অনলাইন জিডি চালু হয়েছে। জনসাধারণ অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইনে জিডি সাবমিট করার পরে অটো জিডি নম্বর পেয়ে থাকেন। এছাড়া একজন নাগরিক সরাসরি থানায় এসে জিডি করতে চাইলে থানায় দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ অনলাইনে জিডি করে দেন। অ্যাপস এর মাধ্যমে জিডি করতে জনসাধারণের এনআইডি নম্বর লাগে এবং এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে অ্যাপ ডাউনলোড করা থাকতে হয়। এই অ্যাপে থানার এএসআই হতে ওসি পর্যন্ত সকলের ইউজার আইডি থাকে। অনলাইন জিডির ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে থানার যেকোন অফিসারকে জিডি এ্যাসাইন করে দিতে পারেন। অনলাইন জিডির ক্ষেত্রে কোন ভুল হয় না। ভুল ডাটা এন্ট্রি দিলে সফটওয়্যার সেটা রিসিভ করে না। ধারাবাহিকভাবে ডাটা একটার পর একটা এন্ট্রি দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ: এই অ্যাপের মাধ্যমে গাড়ি চুরি/হারালে কিংবা কোন গাড়ির নামে মামলা আছে কিনা তা জানার জন্য গাড়ির নম্বর দিয়ে সার্চ দিলে ডিটেইলস পাওয়া যায়। এই অ্যাপের মাধ্যমে থানায় ডিউটিরত অফিসার কোথায় আছে তার লোকেশন জানা যায়। কোন আসামী ফেইক/রিয়েল জানার জন্য তার এনআইডি নম্বর দিয়ে সার্চ দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।	প্রসেস ইনোভেশন	এই অ্যাপসটি চালু হওয়ায় জনসাধারণের থানায় আসা লাগে না। ঘরে বসে সুবিধা নিতে পারছে। কোন বিষয়ে জিডি করতে চাইলে থানায় যাওয়া আসার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে।	২০২০-২০২১

ক্রঃ	শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের	ইপ্সিত ফলাফল প্রকার	বাস্তবায়ন
০২	ই-প্রসিকিউশন E-Traffic Prosecution	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমে POS (Point of sale) মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৭৩টি ইউনিটে ই-প্রসিকিউশনের মাধ্যমে POS মেশিন ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক পুলিশে POS মেশিন ব্যবহারের ফলে সেবাটি সহজীকরণ হয়েছে। সাধারণ জনগণও স্বল্পতম সময়ে E-Prosecution System- সেবাটি POS মেশিন এর মাধ্যমে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।	ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমের মাধ্যমে জনসাধারণ ট্রাফিক সেবা পাচ্ছে মাত্র ৫-১০ মিনিটে। ট্রাফিক আইন মোতাবেক জরিমানা করা হচ্ছে এবং জনসাধারণকে আসা ও যাওয়ার দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। এছাড়া সেবাটি পেতে কোন কাগজের ব্যবহার করতে হয় না। এরূপ সেবা পেয়ে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে।	২০২০-২০২১
০২	Queue Management System	ময়মনসিংহ জেলায় Queue Management System (QMS) প্রথম চালু হয়। একজন নাগরিক থানায় সেবা নিতে এসে প্রথমে Queue Management System হতে একটি টোকেন সংগ্রহ করেন। উক্ত টোকেন নিয়ে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার (এসডিও)-এর নিকট তার প্রয়োজনীয় সেবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীতে সার্ভিস ডেলিভারি অফিসার তার অভিযোগের বিষয়ে সাধারণ ডাইরি ও অভিযোগ লিখে দেন। উক্ত লিখিত অভিযোগ নিয়ে সেবাপ্রার্থী ডিউটি অফিসারের কক্ষে যান। ডিউটি অফিসার সেবা গ্রহণকারীকে টোকেন নম্বর অনুসারে একটি জিডি নম্বর প্রদান করেন। উক্ত ডিভাইস এর সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ স্বল্পতম সময়ে কোন ধরনের হয়রানি ছাড়া আইনী সেবা গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ রেঞ্জে QMS ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে ৪৫৪৮ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। মূলত সেবাটির মাধ্যমে সাধারণ ডায়েরি/ অভিযোগ/ তথ্য/ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। ময়মনসিংহ রেঞ্জ অধিনস্থ' ময়মনসিংহ জেলার সদর থানা, ত্রিশাল থানা, ভালুকা থানা ও নান্দাইল থানায় সেবা সহজীকরণ পদ্ধতিটি চালু আছে। ফলে সেবাপ্রার্থীরা দালাল কিংবা অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত ও ভোগান্তি ছাড়াই প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছে।	Queue Management System সিস্টেমে বর্তমানে সেবাটি পেতে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে এবং ভিজিট করতে হয় ১ বার। উক্ত সেবার মাধ্যমে জনগণ পুলিশি সেবা প্রাপ্তিতে কোন হয়রানির শিকার হচ্ছে না। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরি হচ্ছে।	চলমান ২০২০-২০২১

১. উদ্যোগের শিরোনাম: Online GD

পটভূমি: ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ০৯টি থানায় ১০০% অনলাইন জিডি চালু হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে জিডি সাবমিট করার পরে অটো জিডি নম্বর পেয়ে থাকেন।

অ্যাপসের বৈশিষ্ট ও কার্যাবলি

অনলাইন জিডি করতে তথ্য প্রদানে কোনরূপ ভুল হয় না। ভুল ডাটা এন্ট্রি দিলে সফটওয়ার সেটা রিসিভ করে না। ধারাবাহিক ভাবে ডাটা একটার পর আরেকটা এন্ট্রি দিতে হয়।

থানার অফিসার (এএসআই হতে ওসি) সবার ইউজার আইডি থাকে এবং সাধারণ জনগণের এনআইডি নম্বর ও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে অ্যাপ ডাউনলোড করা থাকতে হয়।

এই অ্যাপের মাধ্যমে কোন গাড়ি চুরি কিংবা হারালে, গাড়ির বিরুদ্ধে কোন মামলা আছে কিনা তা জানতে উক্ত গাড়ির নম্বর দিয়ে সার্চ দিলে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। থানায় ডিউটিরত অফিসার কোথায় আছেন তার লোকেশন জানা যায় এবং সঠিকতা যাচাই করা যায়।

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে থানার যেকোন অফিসারকে জিডি অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করতে পারেন।

ফলাফল: Online এউ সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে নাগরিকদের Time, Cost, visit (TCV) কমে যায় এবং সেবার মান বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণ থানায় না গিয়ে ঘরে বসে সেবা নিতে পারায় ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

২. উদ্যোগের শিরোনাম: E- Traffic Prosecution (POS)

পটভূমি: বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, গতিশীল ও আধুনিক করার লক্ষ্য নিয়ে E- Traffic Prosecution (POS) অ্যাপসটি চালু করা হয়।

কার্যাবলি: ডিজিটাল পদ্ধিতিতে ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমে POS মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৭৩টি ইউনিটে ই-প্রসিকিউশনের মাধ্যমে POS মেশিন ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক পুলিশে POS মেশিন ব্যবহারের ফলে সেবাটি সহজীকরণ করা হয়েছে। সাধারণ জনগণও স্বল্পতম সময়ে E-Prosecution System- সেবাটি POS মেশিন এর মাধ্যমে পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন।

৩. উদ্যোগের শিরোনাম: (Queue Management System (QMS))

পটভূমি

সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ জেলায় Queue Management System চালু হয়। জনগণকে নিরবিচ্ছিন্ন ও সারিবদ্ধভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সেবাটি চালু করা হয়।

কার্যাবলি

একজন নাগরিক থানায় সেবা নিতে এসে প্রথমে Queue Management System (QMS) হতে একটি টোকেন সংগ্রহ করেন। উক্ত টোকেন নিয়ে Service Delivery officer (SDO)-এর নিকটে তার প্রয়োজনীয় সেবার বিষয়টি বলেন। পরবর্তীতে Service Delivery officer তার অভিযোগের বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি ও অভিযোগ লিখে দেন। সেবাপ্রার্থী উক্ত লিখিত অভিযোগ নিয়ে ডিউটি অফিসারের কক্ষে যান। এরপর ডিউটি অফিসার সেবা গ্রহণকারীকে টোকেন নম্বর অনুসারে একটি জিডি নম্বর প্রদান করেন। উক্ত ডিভাইস এর সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ স্বল্পতম সময়ে কোন ধরনের হয়রানি ছাড়া আইনী সেবা গ্রহণ করেন। এ পদ্ধতিতে ইতোমধ্যে ৪৫৪৮ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। Queue Management System -এর মাধ্যমে মূলত সাধারণ ডায়েরি/ অভিযোগ/ তথ্য ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। ময়মনসিংহ রেঞ্জ অধিনস্থ ময়মনসিংহ জেলার সদর থানা, ত্রিশাল থানা, ভালুকা থানা ও নান্দাইল থানায় উক্ত সেবা সহজীকরণ পদ্ধতিটি চালু আছে। ফলে সেবা প্রার্থীর ভোগান্তি, দালাল ও অন্যান্য অসৎ ব্যক্তি কর্তৃক প্রতারিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

ফলাফল

এর ফলে সাধারণ জনগণ নিরবিচ্ছিন্ন ও সারিবদ্ধভাবে পুলিশি সেবা পাচ্ছে। Queue Management System এর মাধ্যমে যেখানে পুলিশি সেবা পেতে ১ ঘন্টা সময় লাগতো সেখানে বর্তমানে ১০-১৫ মি: সময় লাগছে। জনগণ কোনরূপ আর্থিক লেনদেন ছাড়া থানার সেবা পাচ্ছেন।

প্রচলিত পদ্ধতিতে Online GD সংক্রান্ত সেবা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ

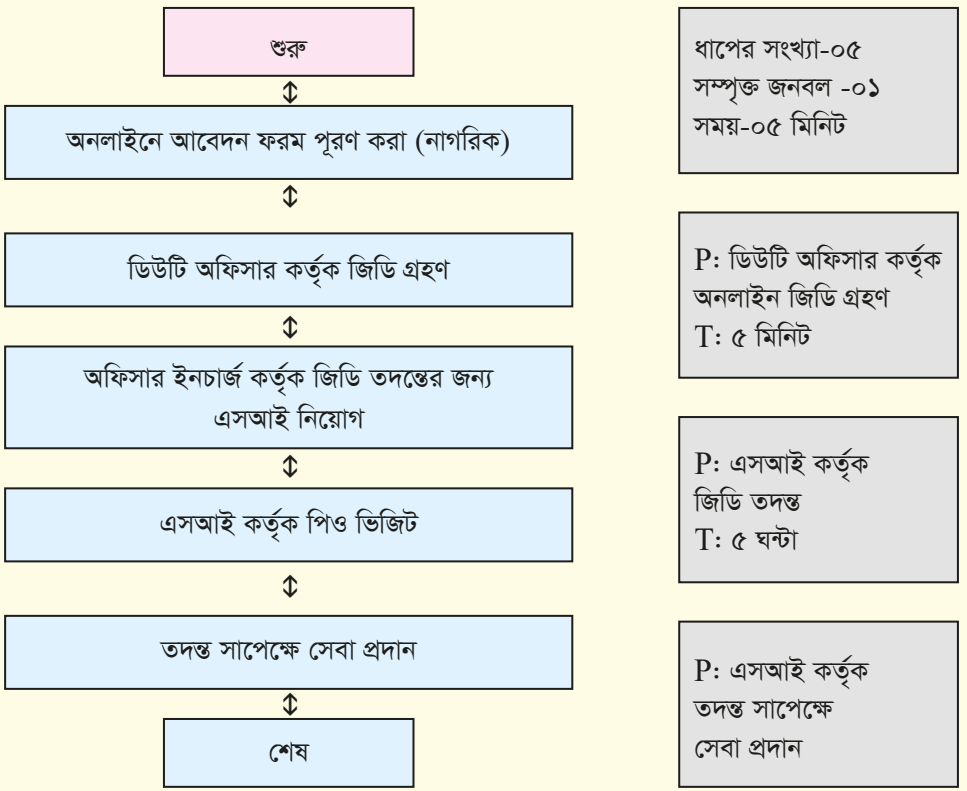

প্রচলিত পদ্ধতিতে E-Traffic Prosecution সংক্রান্ত সেবা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ

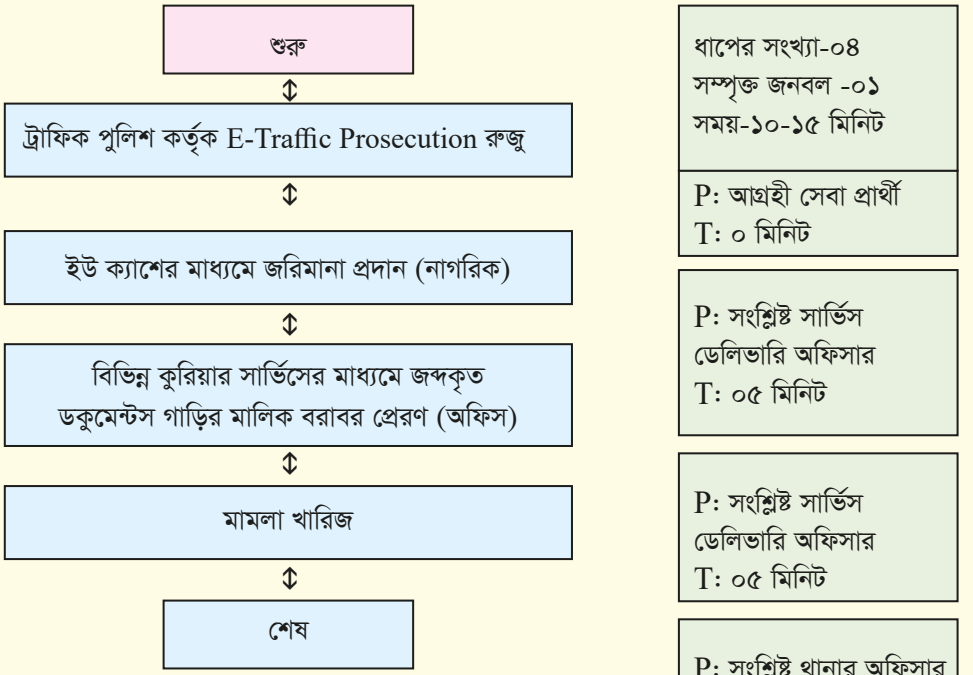

Online GD TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	২ ঘণ্টা	০৫ মি:
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	নাই	নাই
ভিজিট	২/৩ বার	০ বার
ধাপ	৩ বার	১ বার
জনবল + কমিটি	০৩ জন	১ জন
সেবা প্রাপ্তির স্থান	থানা	অনলাইন
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	আবেদন পত্র-১/২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

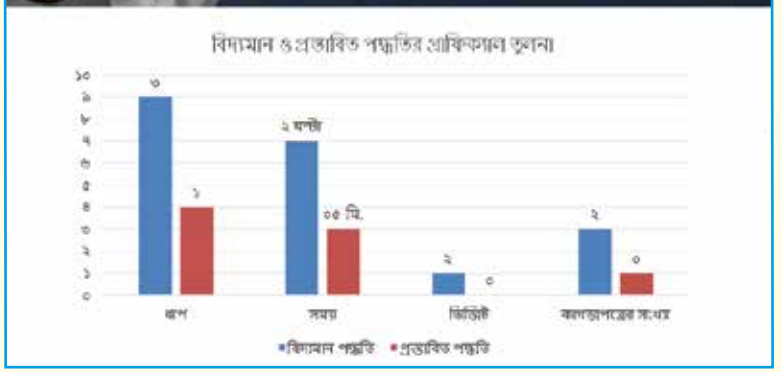

E-Traffic Prosecution-এর TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	৪ ঘন্টা (ট্রাফিক অফিসে গিয়ে)	৫-২০ মি: (ইউ ক্যাশের মাধ্যমে)
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	ট্রাফিক আইন মোতাবেক	ট্রাফিক আইন মোতাবেক
ভিজিট	২/৩ বার	০ বার
ধাপ	৩ ধাপ	১ ধাপ
জনবল + কমিটি	৮/১০ জন	অনলাইন ভিত্তিক
সেবা প্রাপ্তির স্থান	ট্রাফিক অফিস	অনলাইন ভিত্তিক
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

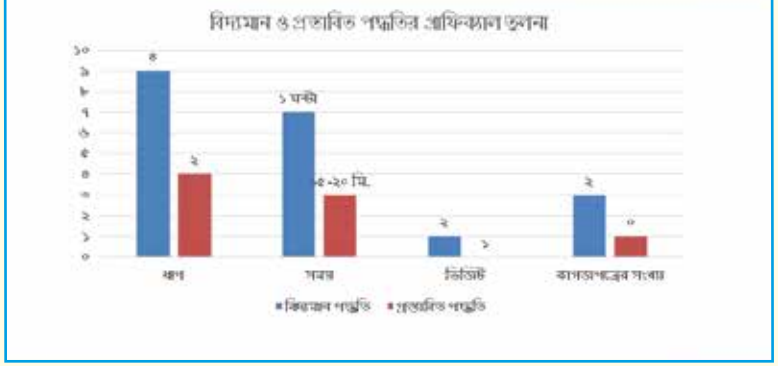

Queue management system (QMS) TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	১ ঘন্টা	১০-১৫ মি:
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	নাই	নাই
ভিজিট	২/৩ বার	১ বার
ধাপ	৪ বার	২ বার
জনবল + কমিটি	বিদ্যমান জনবল	বিদ্যমান জনবল
সেবা প্রাপ্তির স্থান	থানা	থানা
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	আবেদন পত্র-১/২ পাতা	কোন কাগজ লাগবে না

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

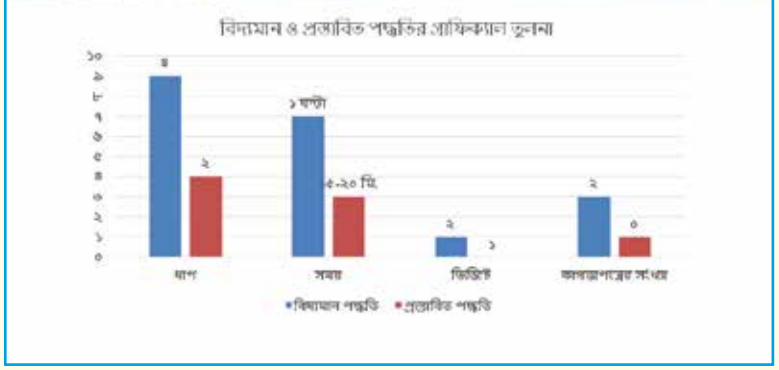

হয়রানির দিন শেষ!
ঘরে বসেই
থানায় জিডি করুন
www.gd.police.gov.bd

‘ই-ট্রাফিক প্রসিকিউশন অ্যান্ড ফাইন পেমেন্ট সিস্টেম

Queue Management System এ থানায় সেবা প্রদান।

কার্যাবলি: ডিজিটাল পদ্ধিতিতে ই-প্রসিকিউশন সিস্টেমে POS মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের ৭৩টি ইউনিটে E-Prosecution এর মাধ্যমে POS মেশিন ব্যবহার করে যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ট্রাফিক পুলিশে POS মেশিন ব্যবহারের ফলে সেবাটি সহজীকরণ হয়েছে। সাধারণ জনগণও স্বল্পতম সময়ে E-Prosecution System- সেবাটি POS মেশিন এর মাধ্যমে পেয়ে উপকৃত হচ্ছে।

ফলাফল: E-Prosecution System সেবাটি বাংলাদেশ পুলিশের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, গতিশীল ও আধুনিক করেছে। সাধারণ জনগণ কোনরূপ হয়রানী ছাড়া গাড়ির মামলা নিষ্পত্তি করতে পারছে। এরূপ সেবা পেয়ে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পায়েছ এবং পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ সমূহ-(২০২০-২০২১)

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান বাস্তবায়নাধীন
০১	রিপোর্ট টু বিজিবি মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে সীমান্ত অপরাধ দমনে সেবা প্রদান।	অপরাধ দমনের জন্য এ্যাপস/ সফটওয়্যার প্রস্তুত ও চালুকরণ।	বাংলাদেশের জনসাধারণ যে কোন স্থান থেকে মোবাইলের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত যেকোন তথ্য বিজিবি তথ্য ভান্ডারে পাঠাতে পারবে। এতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা, মাদক পাচার, মানব পাচার ও চোরাচালানসহ যেকোন সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবি দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাষ্ট্রও জনগনের নিকট দ্রুততার সাথে সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে ।	বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০)

ক্র:	শিরোনাম	বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান বাস্তবায়নাধীন
০২	সীমান্ত ডাটা সেন্টার	বিজিবি নিজস্ব ডাটা সেন্টার তৈরী	সীমান্ত ডাটা সেন্টার বিজিবি'র নিজস্ব ডোমেইন ব্যবহার করে বিজিবি'র ওয়েব সাইট (www.bgb.gov.bd) রক্ষনাবেক্ষণ করছে। বিভিন্ন সার্ভার ও এ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস এর ক্ষেত্রে বিজিবি'র এই ডাটা সেন্টারটি সীমান্ত ব্যাংকে সার্ভিস প্রদান ছাড়াও ক্রমশই এর কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে চলেছে। এ ডাটা সেন্টার ইতিমধ্যেই বিজিবি'র তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের যুগান্তকারী অর্জন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। রিজিয়ন সদর দপ্তর, যশোরের আওতাধীন যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) এ একটি অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ডিজাস্টার রিকভারী সাইট' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখ 'ডাটা সেন্টার ডিজাস্টার রিকভারী সাইট' এর উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক ভাবে ডাটা সেন্টার নির্মাণের গাইড লাইন অনুযায়ী প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য যে কোন ধরনের দূর্ঘটনাবশত ডাটা সেন্টারের ডাটা ক্ষতিগ্রস্থ হবার হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ভিন্ন Seismic Zone এ আরও বৃহৎ কলেবরে এই ডাটা রিকভারী সাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনে ডিজিটাল ডাটা নিরাপত্তায় যে কোন সংস্থার জন্য উক্ত DR site অগ্রণী ভূমিকা রাখতে সক্ষম।	বাস্তবায়িত (২০১৮-২০১৯)
০৩	ডিজাস্টার রিকভারী (ডিআর) সাইট	বিজিবি নিজস্ব ডিজাষ্টার রিকভারী (ডিআর) সাইট তৈরী		বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০)

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সেবা উদ্ভাবনী উদ্যোগ-(২০২০-২০২১)

উদ্যোগের শিরোনাম

মোবাইল এ্যাপ ভিত্তিক সফ্টওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণ যে কোন স্থান থেকে অতি দ্রুততার সাথে সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠাতে পারবে।

পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে বিজিবি কর্তৃক রির্পোট টু বিজিবি নামে একটি মোবাইল এ্যাপ ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। এ্যাপটির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারণ যে কোন স্থান থেকে মোবাইলের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত যেকোন তথ্য পাঠাতে পারবে।

উদ্যোগের কল্যাণ

এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে নিম্নবর্ণিত সেবা/কল্যাণ সাধন হচ্ছে-

- বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা।
- সীমান্ত সুরক্ষা
- মাদক পাচাররোধ ।
- মানব পাচাররোধ ।
- চোরাচালানসহ যে কোন সীমান্ত অপরাধ দমনে বিজিবি দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সকল পর্যায়ে জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে পারছে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অনুসৃত উত্তম চর্চা সমূহের বিবরণ

১. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ

করোনা ভাইরাসের সংক্রমন প্রতিনিয়ত উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকাই অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনসহ স্বাস্থ্য ঝুকি এড়ানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাযক্রম গ্রহণ করা হয়ঃ

ক। সকল বিজিবি সদস্যদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান এবং ৫/৬ ঘন্টা পর পর মাস্ক পরিবর্তন করা।

খ। বিজিবি'র প্রতিটি স্থাপনার সম্মুখভাবে জীবাণুমুক্ত করণ ট্যানেল ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ও প্রবেশ পথের পাশে হ্যান্ড স্যানেটাইজার এর মাধ্যমে হাত ধৌতকরণ এবং তাপমাত্রা পরিমাপের ব্যবস্থা রয়েছে।

গ। শরীর চর্চায় এবং বৈকালীন খেলাধুলায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করা।

ঘ। ঘনঘন সাবান দিয়ে হাত ধৌত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ঙ। ডিউটি কালীন সময়ে হাতে গ্লোভস ও মুখে মাস্ক ব্যবহার করা এবং ডিউটি শেষে তাৎক্ষণিক গোসল করা।

চ। সকল বিজিবি স্থাপনা সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

২. হতদরিদ্র মাঝিদের মধ্যে নৌকা বিতরণ

ক। গত ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মেঘনা ঘাট এলাকায় বিজিবি'র পক্ষ হতে ২৫ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

খ। ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাওয়া ঘাট এলাকায় বিজিবি'র পক্ষ হতে ১৫ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

গ। ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভোলা চরপাতা এলাকায় বিজিবি'র পক্ষ হতে ১৫ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ। ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নীলডুমুর এলাকায় বিজিবি'র পক্ষ হতে ২৫ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

ঙ। ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে রাজশাহী এলাকায় বিজিবি'র পক্ষ হতে ২৫ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিজিবি'র পক্ষ হতে হতদরিদ্র মাঝিদের মাঝে সর্বমোট ১০০ টি নৌকা, নৌকার পাল, গেঞ্জি এবং লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

৩. বৃক্ষরোপন

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর পক্ষ হতে ডিজি বিজিবি বৃক্ষরোপন কর্মসূচী- ২০২০ উপলক্ষ্যে লক্ষ্যাধিক বৃক্ষের চারা রোপনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফলজ ১,৪০,০০০ এর অধিক বনজ, ভেষজ, ঔষধী ও অন্যান্য গাছের চারা দেশব্যপী বিভিন্ন বিজিবি স্থাপনাতে রোপন করা হয়।

৪. ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার

সীমান্ত অপরাধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বিজিবি সদর দপ্তর হতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এ প্রতিদিন আপলোড অব্যাহত রেখেছে।

৫. শ্রেষ্ঠ কমান্ডার নির্বাচন

সীমান্ত অপরাধ দমন কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, কোম্পানী কমান্ডার এবং বিওপি কমান্ডার নির্বাচন করা হয়ে থাকে যা বিজিবি সদস্যদের মধ্যে কর্মউদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

বিজিবি ডাটা সেন্টার উদ্বোধন করেন মাননীয় মহাপরিচালক, বিজিবি

বিজিবি ডাটা সেন্টারের বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন মাননীয় মহাপরিচালক, বিজিবি

উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক সভা।

উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক সভা।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সেবা পদ্ধতি সহজি করণ

সেবার নাম: অপরাধ দমন সেবা প্রদান

ক্র:	বিদ্যমান ধাপসমূহ		প্রস্তাবিত ধাপসমূহ
১. ২. ৩. ৪.	বিওপিতে আগমন (নাগরিক) তথ্য প্রেরণ (নাগরিক) অনুমতি গ্রহণ (অফিস) অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে অপারেশন গ্রহণ	১. ২.	মোবাইল এ্যাপস এর মাধ্যমে তথ্য ফরম পূরণ (নাগরিক) তথ্য প্রদান (অফিস)

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

	বিদ্যমান পদ্ধতি		প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. ২.	আবেদন ফরম তথ্য ফরম	১.	তথ্য প্রদান

নিষ্পত্তির সময় (তথ্য দেওয়া সাপেক্ষে সাড়া প্রদানের সময়)

	বিদ্যমান পদ্ধতি		প্রস্তাবিত পদ্ধতি
	+ ০১ ঘন্টা (৬০ মি.)		০২মি.

TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময়	+ ০১ ঘন্টা (নূনতম)	০২মি. (সর্বোচ্চ)
খরচ (নাগরিক+দাপ্তরিক)	+ ২০০ টাকা (বিওপির দূরত্ব অনুসারে)	X
ধাপ	০৪ টি	০২ টি
জনবল+ কমিটি	২জন (নাগরিক) ৩জন (অফিস)	২জন (অফিস)
সেবা প্রাপ্তির স্থান	বিওপি সমূহ	বিওপি সমূহ
দাখিলীয় কাগজ পত্রের সংখ্যা	২টি	১টি (অফিস)

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

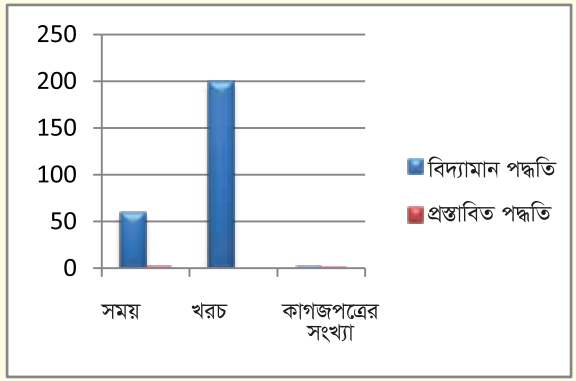

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

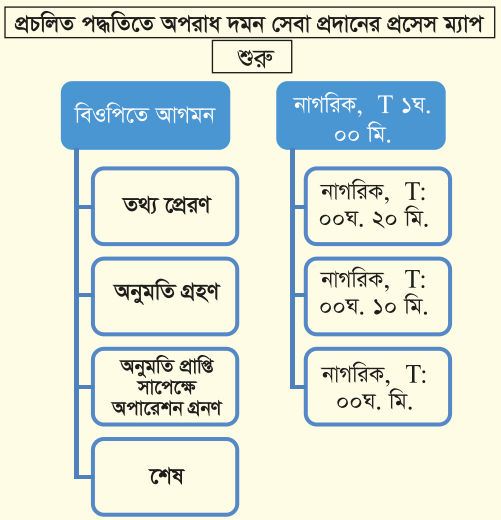

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

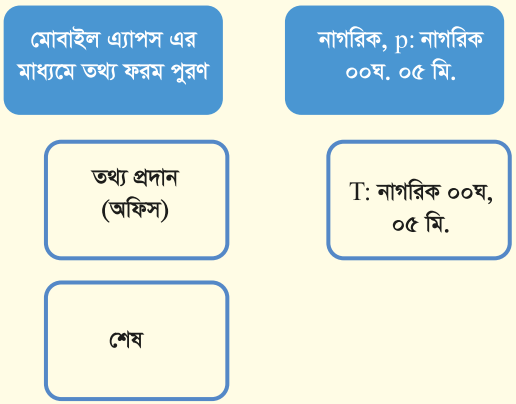

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ ২০২০-২০২১

ক্র. মি.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগের বিবরণ	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়িত
০১	সেবা কেন্দ্র হটলাইন নম্বর	বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক প্রদেয় সেবা সমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে সেবাকেন্দ্র হটলাইন চালু করা।	তৃণমূল পর্যায়ের আনসার সদস্যদের অনলাইনে সেবা প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)
০২	টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতিতে জরুরী বার্তা প্রদান	জরুরী বার্তা ও বিশেষ দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ	জরুরী এবং বিভিন্ন বিশেষ দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা ও গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)
০৩	শারদীয় দুর্গা পূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	শারদীয় দুর্গা পূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)
০৪	অনলাইন করোনা আপডেট	শারদীয় দুর্গা পূজায় নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনকারীদের ভিডিও কলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ	স্বচ্চতার সাথে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)
০৫	অপরাধ, উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্যক্রম	সাইবার অপরাধ, উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে যুবসমাজকে খেলাধুলা, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান।	সম্ভব হবে।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)
০৬	First and Direct Service	স্বল্প সময়ে গ্রহীতাকে/ ইউনিট পর্যায়ে ওয়েবভিত্তক সেবা নিশ্চিত করা।	স্বল্প সময়ে অধিক সেবা প্রদান করা যাবে এবং দাপ্তরিক জটিলতা কমবে।	বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

উদ্ভাবনের শিরোনাম

অনলাইন ভিত্তিক দাপ্তরিক সেবা প্রদানে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

পটভূমি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদস্য দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে । তাদের দিক নির্দেশনা প্রদান, কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে ইনোভেশন টিমের পরামর্শক্রমে অনলাইন ভিত্তিক সেবা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী উভয়েরই সময় ও অর্থ সাশ্রয় সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে।

উদ্যোগের কল্যাণ

১. অল্প সময়ে অধিক সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

২. দাপ্তরিক জটিলতা কমছে

৩. কাগজবিহীন দাপ্তরিক ব্যবস্থাপতায় অগ্রগতি হচ্ছে

৪. গৃহীত কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও বাস্তবায়ন স্বচ্চতার সাথে হচ্ছে।

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

১. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ

অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যরা সক্রিয়ভাবে করোনা প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে।

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

ক) জনসচেতনতায় লিফলেট বিতরণ।

খ) সামাজিক দুরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ।

গ) লকডাউনের সময় টহল পরিচালনা।

ঘ) করোনা রোগীকে হাসপাতালে পৌছানোর ব্যবস্থা করা।

ঙ) কোভিড উপসর্গ নিয়ে বা কোভিড আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করা।

চ) অস্বচ্চল কৃষকের ধান কেটে বাড়িতে পৌছে দেয়া।

২. করোনা দুর্যোগে অস্বচ্চল ভিডিপি সদস্যদের সহযোগিতা প্রদান

লকডাউনে প্রত্যেক উপজেলায় উপার্জনহীন অস্বচ্ছল তিনশত ভিডিপি সদস্যভুক্ত পরিবারকে চাল, ডাল,তেল,গোলআলু, সাবান ও মাস্ক বিতরণ করা হয় ।

৩. তৃণমূল পর্যায়ে ভিডিপি প্রশিক্ষণ

স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নির্মুল, অগ্নি নির্বাপন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে দশ দিনব্যপী অস্ত্রবিহীন ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪. মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদ উন্নয়ন, বেকারদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান, নারী উন্নয়নের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এ বিভিন্ন সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান

সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় ব্যাটালিয়ন আনসার ও অঙ্গীভুত আনসার সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

৬. ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার

বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিট থেকে নিয়মিত আপলোড অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ফটো গ্যালারি

আনসার ও ভিডিপি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রড বাইন্ডিং কোর্সে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল ব্যক্তির ঘর মেরামত করে দিচ্ছে ভিডিপি সদস্যরা

ভোট কেন্দ্র পরিদর্শণে আনসার ভিডিপি কর্মকর্তাগণ

কোভিড-১৯ সম্পর্কে জনসচেতনতায় লিফলেট বিতরণে আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ

নাগরিক সেবা

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ে আগমন ২. আবেদন ফরম পূরণ ৩. জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ ৪. রেঞ্জ কার্যালয়ে প্রেরণ ৫. সদর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ ৬. অনুমোদন/ অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৭. জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ ৮. জেলা/উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান।	১. অনলাইনে আবেদন করার পর অনলাইন চেকিং এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে পরবর্তী ধাপগুলো অতিক্রম করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ অথবা সরাসরি সদর দপ্তরে আবেদন গ্রহণ। ২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ৩. সরাসরি গ্রহীতার নিকট প্রেরণ বা মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১. আবেদন ২. প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি দাখিল ৩. জেলা /মেট্রো কার্যালয়ের প্রতিবেদন ৪. বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রতিবেদন।	১. অনলাইনে আবেদন ২. ছবি বা পিডিএফ আকারে তথ্য আপলোড

নিষ্পত্তির সময়

বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
১৫ কার্যদিবস	০৫ কার্যদিবস

TVC (Time, Cost,Visit) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিতপদ্ধতি
সময়	১৫ কার্যদিবস	০৫ কার্যদিবস
খরচ (নাগরিক+ দাপ্তরিক)	(০) শূন্য	(০) শূন্য
ভিজিট	০৩ কার্যদিবস	০১ কার্যদিবস
ধাপ	০৮টি	০৩টি
জনবল + কমিটি	-	-
সেবা প্রাপ্তির স্থান	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক	আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় www.ansarvdp.gov.bd
দাখিলীয় কাগজ পত্রের সংখ্যা		০২টি

বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

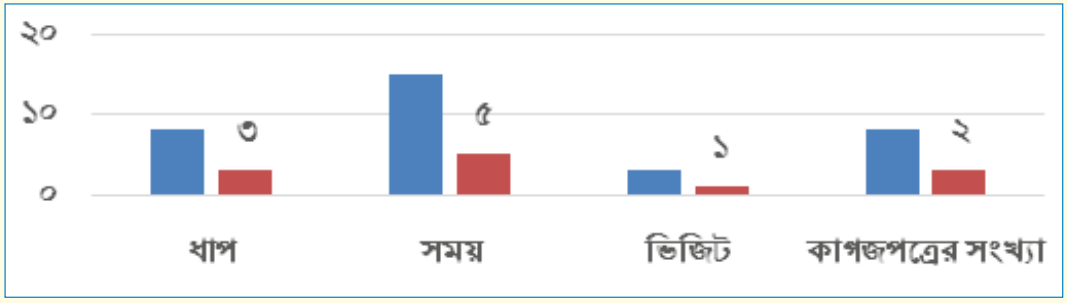

বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)

ধাপ সংখ্যা: ০৮
সম্পৃক্ত জনবল: ১৩ জন
সময়: ১৫ কার্যদিবস

শুরু		
মহাপরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল	০১	P: আবেদনকারী, T: ০১ দিন
শাখায় প্রেরণ	০২	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, T: ০২ দিন
শাখা হতে নথিতে উপস্থাপন	০৩	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী সহকারী, T: ৪ দিন
নথিতে অনুমোদনের পর জেল/উপজেলা কার্যালয়ে যাচইয়ের প্রেরণ	০৪	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নথি বাহক, T: ০৩ দিন
জেলা/উপজেলা কার্যালয় যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন রেঞ্জ কার্যালয়ে দাখিল	০৫	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও নথি বাহক, T: ০২ দিন
রেঞ্জ কার্যালয় হতে প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ	০৬	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পত্র বাহক, T: ০১ দিন
প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদনের পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ	০৭	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পত্র বাহক, T:
গ্রহীতাকে সেবা প্রদান	০৮	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, T: ০১দিন
শেষ		

প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Proccss Map)

ধাপ সংখ্যা: ০৩
সম্পৃক্ত জনবল: ০৫ জন
সময়: ০৩ কার্যদিবস

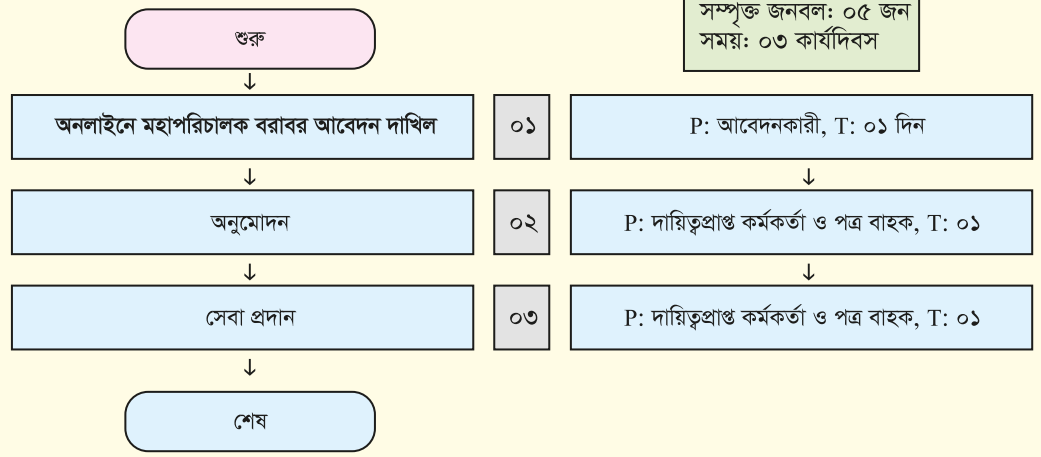

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ-(২০২০-২০২১)

ক্র:	শিরোনাম	উদ্যেগের বিবরণ	ইস্পিত ফলাফল	চলমান বাস্তবায়নাধীন
০১	কোস্ট গার্ড মোবাইল এ্যাপস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরিচিতি, কোস্ট গার্ড এর সকল কার্যক্রম, জাহাজ এবং বোট সংক্রান্ত তথ্যাদি, জরুরী যোগাযোগ এবং জনসাধারণের যে কোন অভিযোগের গ্রহণের জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস্ তৈরী করা হয়।	কোস্ট গার্ড মোবাইল এ্যাপস ব্যবহারের ফলে তৃণমূল পর্যায়ের জনগন কোস্ট গার্ড সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে, জরুরী প্রয়োজনে কোস্ট গার্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে এবং সাধারণ জনগন তাদের যে কোন অভিযোগ এই এ্যাপস্ এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড কে অবহিত করতে পারছে।	(২০২০-২০২১)
০২	সিজিআরপিএমএস	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পাচার, জলাবদ্ধতা, তেল, গ্যাস, জলজ সম্পদ এবং বাংলাদেশের জলাশয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, রক্ষা মিশন, সমুদ্র বন্দরগুলিতে সুরক্ষা সহায়তার মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের একটি সংস্থা। এছাড়া বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ত্রাণ পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সকল কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য প্রচুর আইটেমের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, যার ফলে লজিস্টিক রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেমকে ডিজিটালাইজড করার প্রয়োজনীয়তা অনুভত হয়। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি যুগোপযুগী ও আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম তৈরির চিন্তা করে, যা মাল্টি-মডিউল অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার দ্বারা সকল কার্যক্রম আরও সহজ করতে সহায়তা করবে। এটি লজিস্টিকস্ রিসোর্স সম্পর্কিত সমস্ত ফাংশন কে একটি একক অটোমেশন সিস্টেমে পরিণত করবে। যার ফলে ত্রুটিবিহীন অপারেশন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনী সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয় ভাবে করা সম্ভবপর হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড লজিস্টিকস্ পরিদপ্তরসহ অন্যান্য পরিদপ্তর এবং জোনাল কমান্ডারদের অফিসগুলি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সিজি-আরপিএমএস নামক উক্ত সফটওয়্যার তৈরির কাজ শুরু করে। উক্ত সফটওয়্যার সিস্টেমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো স্বল্প সময়ে কার্য সম্পাদন, খরচ কমানো, কাজের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা।	সিজি- আরপিএমএস সফ্টওয়্যারটি ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সকল দপ্তর/বিভাগ, জাহাজ/ঘাঁটি, জোনসমূহ একই সাথে একই প্লাটফর্মে অধিক সহজতর, নির্ভুলভাবে এবং কম সময়ে করতে পারছে। যা অত্র সংস্থার কাজের ধরনে আমূল পরিবর্তন এনেছে।	(২০২০-২০২১)

ক্র:	উদ্ভাবনী উদ্যেগের শিরোনাম	উদ্যেগের বিবরণ	ইস্পিত ফলাফল	চলমান বাস্তবায়নাধীন
০৩	ভেইকেল ট্রাকিং সিষ্টেম	Vehicle Tracking সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয়সহ বিবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।	বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের যানবাহনসমূহ সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে ডাবল কেবিন পিকআপ ২২টি, সিঙ্গেল কেবিন পিকআপ ১০টি, এ্যাম্বুলেন্স ০৩টি, বিভিন্ন ধরনের জীপ ২০টি, বাস ০৪টি, কোস্টার ০২টি, ট্রাক (০৫ টন) ০২টি, ট্রাক (০৩ টন) ০৭টি, মাইক্রোবাস ০৮টি, স্টাফ কার ০৮টিসহ সর্বমোট বিভিন্ন ধরণের ৮৬ টি । যানবাহনে Vehicle Tracking System স্থাপন করা হয়েছে। Vehicle Tracking System স্থাপন করায় অফিসে বসেই যানবাহনসমূহ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সঠিকভাবে মনিটরিং, সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যাচ্ছে।	(২০২০-২০২১)
০৪	ভেসেল ট্রাকিং সিষ্টেম	ভ্যাসেল ট্র্যাকার একটি সফট্ওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যা কোন জলযানের অবস্থান এবং জ্বালানি খরচ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে। ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডে ব্যবহৃত জলযানসমূহের বর্তমান অবস্থান, জ্বালানী, মাইলেজ এবং প্লেব্যাক এর তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া ভ্যাসেল ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সমুদ্রে যেকোন জলযানকে দ্রুত খুজে বের করে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।	বর্তমানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পরীক্ষামূলক ভাবে ২২ টি বোটে ট্র্যাকার স্থাপন করেছে। সাধারণভাবে কোন জলযানের অবস্থান, জ্বালানী এবং মাইলেজ সম্পর্কিত তথ্য ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয় যা সময় সাপেক্ষ এবং প্রায়শই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই অনন্য জাহাজ ট্র্যাকিং সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে জলযানের অবস্থান, জ্বালানী এবং মাইলেজ, প্লেব্যাক দিতে পারবে, যা সময় সাশ্রয়ী এবং জটিলতা নিরসনে সহায়ক হবে। আবার গভীর সমুদ্রে কোনও মাছ ধরার নৌকা/ট্রলার জাহাজ থেকে কোনও ডিসট্রেস সিগন্যাল বা তথ্য পাবার পর, কোস্ট গার্ড কর্তৃপক্ষ ঘটনা স্থলে নিকটস্থ কোন কোস্ট গার্ড বোটকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুততার সহিত প্রেরণ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা জলদস্যুতা রোধের হার বাড়িয়ে তুলবে, বিপদগ্রস্থ জাহাজগুলি খুঁজে বের করা এবং দ্রুততম সময়ে উদ্ধার কাজ শুরু করতে বিশেষ সহায়তা করবে, যা পূর্বে প্রায়শই সম্ভব হতো না। ভ্যাসেল ট্র্যাকার সিস্টেমের মাধ্যমে একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সহজ করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে বিপদগ্রস্ত জলযানসমূহকে স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হবে।	(২০২০-২০২১)

ক্র:	শিরোনাম	উদ্যেগের বিবরণ	ইস্পিত ফলাফল	চলমান বাস্তবায়নাধীন
০৫	Internet of Things (IoT) for Bangladesh Coastguard	বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সকল ধরনের যন্ত্রপাতি Internet Connection এর মাধ্যমে ব্যবহার ও অপারেট করার জন্য IoT সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী একটি প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সকল ধরণের Electrical and electronics equipment যেমন বৈদ্যুতিক লাইট, ফ্যান, এসি, সকল প্রকার মটর, বিভিন্ন ধরণের Access Control এবং CC Camera Control ও মনিটরিং সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সুনির্দিষ্ট বিন, mobile application এবং Internet connection এর মাধ্যমে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন করা যাবে।	Internet of Things (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সাস্ত্রয় হবে, অপারেশন সহজ হবে, জরুরি অবস্থায় যেকোন ডিভাইস বন্ধ এবং চালু করা যাবে এবং রিমোট কন্ট্রোল এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি করা	(২০২০-২০২১)
০৬	ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যান	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে লক্ষ্যে কোস্ট গার্ড এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গের উপভোগের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি (নভোমন্ডল ও বিগব্যাং এর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে মুভি Cosmic Mystery, মহাসমুদ্র জগত নিয়ে Deep Sea মুভি, প্রাগৈতিহসিক ডাইনোসর নিয়ে T-Rex, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান নিয়ে Canyon Coaster) কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর প্রাঙ্গনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি উপভোগের পর কোস্ট গার্ড সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ আধুনিক বিজ্ঞান, মহাসমুদ্র, প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর, ভূ-অভ্যন্তরের রোমাঞ্চকর অভিযান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।	Internet of Things (IoT) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নিশ্চিতভাবে বিদ্যুৎ সাস্ত্রয় হবে, অপারেশন সহজ হবে, জরুরি অবস্থায় যেকোন ডিভাইস বন্ধ এবং চালু করা যাবে এবং রিমোট কন্ট্রোল এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধি করা	(২০২০-২০২১)

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এ অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

১. এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা করা হয়।

২. ডিজিটাল ভ্যান

ভ্রাম্যমান ডিজিটাল ভ্যানের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিজ্ঞানভিত্তিক 4D মুভি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৩. ইন্টেলিজেন্ট ডিজইনফেকশন ডোর

কোভিড-১৯ মহামারি রোধকল্পে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদের দপ্তরের প্রবেশদ্বারে ইন্টেলিজেন্ট ডিজইনফেকশন ডোর স্থাপন করা হয়েছে। এই ডিজইনফেকশন ডোরের ভিতর দিয়ে সকল সদস্য প্রবেশের মাধ্যমে তাদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান এবং সকলের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৪. এ্যাকসেস পয়েন্ট ডিভাইস স্থাপন

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ কোস্ট গার্ড এর অন্যান্য জোনসমূহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে এ্যাকসেস পয়েন্ট ডিভাইস স্থাপনের মাধ্যমে সদর দপ্তর ও জোনসমূহকে সেন্টারলি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

৫. ফেইসবুক ও ইউটিউব ভিত্তিক প্রচার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর চোরাচালান রোধ, মাদকবিরোধী অভিযান, জাটকা অভিযান, জলদস্যু দমনসহ অন্যান্য কার্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন কোস্ট এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত আপলোড করা হয়।

৬. অভ্যন্তরীণ ব্যবহৃত ই-সেবা

সরকারের বিভিন্ন সেবাসমূহ সাধারণ জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে এবং সরকারী কর্মচারীদের দাপ্তরিক কার্যক্রম-সমূহ অধিক সহজতরভাবে ও কম সময়ে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এ বর্তমানে সিজিআরপিএমএস, এসিএমএস, কোস্ট গার্ড ওয়েব মেইল, ই-ফাইল সিস্টেম, ই-জিপি, কোস্ট গার্ড মোবাইল এ্যাপস্ ইত্যাদি ই-সেবা সমূহ চালু রয়েছে।

৭. ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর ও বিভিন্ন জোন সমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাসমূহ এবং বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন দেয়া হয়।

৮. আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

আইপি ফোনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও বাহিরের অন্যান্য সংস্থার সাথে আইপি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়ে থাকে এতে করে কোস্ট গার্ড এর আওতাধীন জোনসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর সেবা পদ্ধতি সহজি করণ

সেবার নাম: সিজি-আরপিএমএস সফটওয়্যার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জলদস্যু নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পাচার, জলাবদ্ধতা, তেল, গ্যাস, জলজ সম্পদ এবং বাংলাদেশের জলাশয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ দূষণ, রক্ষা মিশন, সমুদ্র বন্দরগুলিতে সুরক্ষা সহায়তার মাধ্যমে সামগ্রিক সুরক্ষা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের একটি সংস্থা । তাছাড়া ত্রাণ পরিচালনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ করে থাকে সংস্থাটি। সব ধরণের কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য কোস্ট গার্ড এর প্রচুর আইটেমের সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, যা লজিস্টিক রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেমকে ডিজিটালাইজ করার প্রয়োজ-নীয়তা অনুভব করে। সুতরাং, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম তৈরির চিন্তা করে, যা তাদের মাল্টি-মডিউল অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার দ্বারা তাদের কার্যক্রম আরও সহজ করতে সহায়তা করবে। এটি লজিস্টিক

রিসোর্স সম্পর্কিত সমস্ত ফাংশনকে একটি একক অটোমেশন সিস্টেমে পরিণত করবে। যার ফলে ত্রুটিবিহীন অপারেশন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা সম্ভবপর হবে। এই বিষয়ে কোস্ট গার্ড চিন্তা করে একটি উপযুক্ত লজিস্টিকস রিসোর্স পরিকল্পনা সিস্টেম কার্যকর করা যেতে পারে। এই সিস্টেমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কাজের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করা। পূর্বে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ, ফাংশন এবং স্টোরগুলি পরিচালনা করার সাথে সাথে ম্যানুয়ালি সমস্ত হিসাব নিকাশ রাখা কঠিন ছিল। কোস্টগার্ড তার সকল উপকরণ, স্টোরেজ, বিতরণ, নিষ্পত্তিযোগ্য অপ্রয়োজনীয় উপকরণাদি গণনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে চায়। সেই লক্ষ্যে সিস্টেমটি রসদ সংগ্রহ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে জটিলতা কমিয়েছে এবং অপচয়গুলিও কমিয়েছে। এছাড়া কোস্টগার্ড রিসোর্স প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সমস্ত পরিদপ্তরকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলেছে যাতে সমস্ত পরিদপ্তর এক প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে পারে। কোস্ট গার্ডের বিভিন্ন দপ্তর, জোন সমূহ সিজি-আরপিএমএস এর নিম্নলিখিত মডিউল গুলো তাদের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করছে।

- **বাজেট মডিউল:** প্রতি বছর সরকার থেকে কোস্ট গার্ড যেই বাজেট পেয়ে থাকে তা সঠিকভাবে বিভাজনের জন্য এই বাজেট মডিউল ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সকল কোডের খরচের হিসাব, পুনঃউপযোজন, সংশোধিত বাজেট বিভাজনের কাজও এই মডিউলে করা হয়। পূর্বে সকল অফিসের সকল কোডের খরচের হিসাব ম্যানুয়ালি রাখা হত। যার ফলে সব সময় সকল কোডের খরচের সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া কোন বাজেট কোডে কত টাকা উদ্বিত্ব অথবা কত টাকা ঘাটতি আছে তার সঠিক চিত্র পাওয়া যেত না। এর ফলে পুনঃ উপযোজন ও সংশোধিত বাজেট বিভাজন সঠিকভাবে করা দূরহ ছিল। বর্তমানে সিজি-আরপিএমএস ব্যবহারের ফলে উক্ত কাজ সমূহ খুব সহজেই করা সম্ভব হচ্ছে। গত বছরে আই-বাস সফটওয়্যার থেকে সরকার দপ্তর, জোন এবং ওপিভি অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করছে। কিন্তু সিজিআরপিএমএস এ এই ধরণের অপশন করা নেই। তাই সিজিআরপিএম-এস এ বাজেট মডিউলে নতুন কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে যার কাজ চলমান রয়েছে।

- **একাউন্টিং অ্যান্ড বিলিং মডিউল:** কোস্ট গার্ডের সকল জোন, দপ্তর সহ সকল অফিস থেকে বিল প্রেরণের কাজ করা হয় এই মডিউলে। এই মডিউলের মাধ্যমে একাউন্ট সেকশন সকল অফিস থেকে প্রাপ্ত বিল সমূহ ও বিল মিনিট তৈরি করে এবং অনুমোদন নিয়ে থাকে। এছাড়াও সকল ধরণের অডিট সংক্রান্ত তথ্য সমূহও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। পূর্বে সকল বিলের কাজ ম্যানুয়ালি করা হত। যার ফলে ম্যানুয়ালি হিসাব নিকাশ করে একটি বিল তৈরি হত। এতে করে যেকোন সময় হিসাব নিকাশ এ ভুল হওয়ার সম্ভবনা থাকত। কিন্তু বর্তমানে হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ ভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হওয়ায় ভুল হওয়ার কোন সম্ভবনা নাই। তাছাড়া বিল ও বিল মিনিট সমূহ হার্ডকপিতে টাইপ করে তৈরি করতে হত। এখন কিছু তথ্য এন্ট্রির মাধ্যমে সফটওয়্যারে বিল ও বিল মিনিট সমূহ আটোমেটিক তৈরি হচ্ছে এবং উক্ত বিল ও বিল মিনিট সমূহ সংরক্ষিত থাকছে। এছাড়াও যেকোন

সময় প্রয়োজন হলে যে কোন বিল সার্চ করে বের করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে একাউন্ট সেকশনে খুব সহজে নির্ভুলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।

- **পার্সোনেল মডিউল:** কোস্ট গার্ডের কর্মরত সকল সামরিক, আসামরিক ব্যক্তি-বর্গের সকল তথ্য এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। সকল সামরিক, আসামরিক ব্যক্তি-বর্গের বদলি, প্রোমোশন, ছুটি, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য সমূহ এই মডিউলে রাখা হয়। এছাড়াও নাবিকদের পয়েন্ট ক্যালকুলেশন, প্যানেল তৈরি করা ইত্যাদি কাজও এই মডিউলে করা হয়ে থাকে। পূর্বে সকল তথ্য হার্ডকপিতে রাখা হত, যার ফলে যে কোন তথ্য খুব সহজে খুজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুজে পাওয়া যেত না। বর্তমানে সিজিআরপিএম-এস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কেউ যে কারো সম্পর্কে যে কোন তথ্য খুব সহজেই খুজে বের করতে পারে। এছাড়াও সফটওয়্যারের মাধ্যমে নাবিকদের যে কোন ধরনের প্যানেল খুব সহজে সল্প সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

- **অপারেশন মডিউল:** কোস্ট গার্ডের সকল জাহাজ, বোট, পন্টুন, সিসিএমসি এর তথ্য সমূহ এই মডিউলে রাখা হয়। জাহাজ, বোট এর সর্বশেষ অবস্থা এই মডিউল থেকে আপডেট করা হয়। এছাড়াও কোস্ট গার্ডের অপারেশন সংক্রান্ত সকল অর্জন সমূহও এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে কোস্ট গার্ডের জাহাজ, বোট, পন্টুন, সিসিএমসি এর সর্বশেষ অবস্থা যেকোন মুহূর্তে জানা সম্ভব হয়।

- **ভেইকেল ম্যানেজমেন্ট মডিউল:** কোস্ট গার্ডের সকল গাড়ি এবং ড্রাইভার সংক্রান্ত তথ্যাদি এই মডিউলে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গাড়ি এবং জাহাজের মেরামত সংক্রান্ত সকল ধরণের প্রশাসনিক, আর্থিক অনুমোদন এই মডিউলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এছাড়াও গাড়ির মুভমেন্ট, ফিলিং স্টেশন থেকে তেল সংগ্রহ, তেল সংক্রান্ত রেজিস্টার সমূহ এই মডিউলে এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। তাই প্রতি মাসে কোন গাড়ির মেরামত বাবদ কত টাকা খরচ হচ্ছে, কি পরিমান তেল খরচ হচ্ছে ইত্যাদি বিষয় সমূহ নির্ভুলভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে গাড়ি এবং জাহাজের ক্রয় থেকে শুরু করে সকল ধরণের মেরামতসহ সকল কাজের মধ্যে আরও বেশি স্বচ্ছতা আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বার কোড রিডার এর মাধ্যমে সকল গাড়ির ইন এবং আউট মনিটর করা হয়।

- **কোয়ালিটি কন্ট্রোল:** কোস্ট গার্ডে সকল ধরণের কেনাকাটার ক্ষেত্রে পরিদর্শন এর বিষয়টি জড়িত। যেকোন ধরণের কেনাকাটার ক্ষেত্রে কোস্ট গার্ডের প্রধান পরিদর্শক ও মান নিয়ন্ত্রক বিভাগ পন্যের গুনগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা সাপেক্ষে পরিদর্শন নোট প্রদান করে থাকে। সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যারের কোয়ালিটি কন্ট্রোল মডিউলের মাধ্যমে এই পরিদর্শন নোট তৈরি করা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসকে প্রেরণ করা হয়। যার ফলে সংশ্লিট দপ্তরের সঙ্গে ক্রয়কারী দপ্তরের কাজের সমন্বয় করা সম্ভব হয়েছে।

- **প্রকিউরমেন্ট মডিউল:** কোস্ট গার্ডে ব্যবহৃত সকল পন্যের তথ্যাদি এই মডিউলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই মডিউলের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের বাৎসরিক এপিপি তৈরি যায়। তারপর এপিপি অনুযায়ী এই মডিউলের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে যেকোন পন্য ক্রয় করা হয়ে থাকে। টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে টেন্ডারের অনুমোদন, টেন্ডার মিনিট, টেন্ডার ইভ্যাল্যুশ্ন, চুক্তি ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে।

- **স্টোর মডিউল:** এই মডিউলের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের সকল অফিস তাদের সকল ধরনের পন্যের চাহিদা প্রেরণ এবং অনুমোদন করে থাকে। এখানে ক্রয়ক্রিত পন্য চার্জে নেওয়া এবং যেকোন ব্যক্তি অথবা অফিসে সেই পন্যগুলো ৫৪৯ ফর্মের মাধ্যমে ইস্যু করা হয়। যার ফলে পন্য ক্রয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা তৈরি হয়েছে। এই মডিউলের মাধ্যমে সকল ধরনের আইটেম এর বর্তমান মজুদ যার যার নিজস্ব অফিস দেখতে পারে । তাই ক্রয় ও বণ্টনের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে।

- **পরিকল্পনা ও অর্জন মডিউল:** কোস্ট গার্ডের চলমান সকল ধরনের প্রোজেক্ট, প্রোজেক্ট এর কাজের অগ্রগতি, জিও, পিডি সংক্রান্ত তথ্যাদি এই মডিউলের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও ভুমি অধিগ্রহন, টিও অ্যান্ড ই, বাড়িভাড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদিও এই মডিউলের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- **পে মডিউল:** কোস্ট গার্ডে কর্মরত সকল নাবিক এবং অসামরিক কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি এই মডিউলের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে যা পুর্বে ম্যানুয়ালি করা হতো। যার ফলে টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ নিখুত ভাবে রাখাটা অনেকটা দুরহ ছিল। এছাড়াও ম্যানুয়ালি হিসাব রাখতে গিয়ে ভুলভ্রান্তির ঘটনা ঘটে থাকত যা বর্তমানে সিজিআরি-পএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এই মডিউলের মাধ্যমে প্রতি বছর সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে রিওয়ার্ড মানি এর টাকা বন্টন করা হয়ে থাকে। পুর্বে এই রিওয়ার্ড মানি এর টাকা ম্যানুয়ালি বন্টন করা হত যার ফলে অনেক সময় টাকার পরিমাণ সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হত না। বর্তমানে সফটওয়্যার এ রিওয়ার্ড মানি এর সর্বমোট টাকা এন্ট্রি করে দিলে সফটওয়্যার অটোম্যাটিক ভাবে সূত্র অনুযায়ী সকলের মধ্যে টাকা সঠিকভাবে বণ্টন করে দেয়। যার ফলে টাকার পরিমান কম বেশি হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

- **ইঞ্জিনিয়ারিং মডিউল:** এই মডিউলের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের প্রকৌশল পরিদপ্তরের সকল প্রশাসনিক এবং আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন জাহাজ, বেইস, স্টেশন থেকে সকল ধরণের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, অর্ধ-বার্ষিক, বার্ষিক রিটার্ন পাঠানো হয়ে থাকে। যার ফলে কোস্ট গার্ড অধীনস্থ সকল জাহাজ, বোট, পন্টুনের সকল ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের কাজ গুলো আরও বেশি সচ্ছভাবে করা সম্ভব হচ্ছে।

- **জেন ফর্ম মডিউল:** কোস্ট গার্ডে একজন সামরিক কর্মকর্তা অথবা নাবিকের যে কোন ধরণের মুভমেন্ট, স্থায়ী ও অস্থায়ী বদলী, প্রোমোশন ইত্যাদি সকল কাজে জেন ফর্ম ইস্যু হয়। এই জেন ফর্ম এর এন্ট্রি এবং অনুমোদন এর কাজটি এই মডিউলের মাধ্যমে করা হবে। বর্তমানে এই মডিউলের কাজ চলমান আছে। এই মডিউলে একজন সামরিক কর্মকর্তা অথবা নাবিকের চাকরিরত অবস্থায় সকল ধরণের ঘটনার রেকর্ড রাখা যাবে।

- **ইউটিলিটি মডিউল:** এই মডিউলের মাধ্যমে যেকোন কর্মকর্তা অথবা নাবিক তার ক্লোদিং এর প্রাপ্যতা অনুযায়ী চাহিদা প্রেরণ করতে পারে। সেই অনুযায়ী একজন সাপ্লাই অফিসার তাকে ক্লোদিং ইস্যু করে থাকেন। এছাড়া যেকোন নাবিক তার ছুটির জন্য আবেদন করতে পারেন। তাছাড়াও এই মডিউলের মাধ্যমে যেকোন নাবিক তার পে স্লিপ দেখতে এবং প্রিন্ট করতে পারে।

- **আর্কাইভ মডিউল:** এই মডিউলের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডের সকল অফিস তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র স্ক্যান করে আপলোড করে আর্কাইভে রাখে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বে হার্ড কপিতে এসব কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হত যার ফলে অনেক পুরাতন কাগজ খুজে পেতে সমস্যা হত যা বর্তমানে সফটওয়্যারের মাধ্যমে খুব সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

- **মোবাইল অ্যাপ:** বর্তমানে কোস্ট গার্ড সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এই সকল কাজ আরও সহজ ভাবে করার লক্ষ্যে সিজিআরপিএমএস এর একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে যার কাজ বর্তমানে চলমান আছে। এই অ্যাপ এর মাধ্যমে একজন ব্যাক্তির ব্যাক্তিগত তথ্য যেমনঃ বেতন, ডিএসপি ফান্ড, ক্লোদিং ইত্যাদি দেখতে পাবে। এছাড়াও স্কুলের বেতন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি,পানি,বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইতাদির বিল দিতে পারবে। অনলাইনে যে কোন ধরণের টিকেটও এই অ্যাপ এর মাধ্যমে কেনা যাবে যার ফলে দৈনন্দিন সকল কাজ আরও সহজতর হবে।

উপরে বর্ণিত সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড এর নানাবিধ কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। তাই উদাহরণ স্বরুপ সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যারের একটি মডিউলের (একাউন্টিং অ্যান্ড বিলিং মডিউল) পূর্বের এবং বর্তমান তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হলো:-

একাউন্টিং অ্যাড বিলিং মডিউ

পূর্বের পদ্ধতি	সময়	বর্তমান পদ্ধতি	সময়
১। ধাপ-১ ক্রয়কৃত মালামালের বিল ভাউচার তৈরী	২ দিন	ধাপ-১ ক্রয়কৃত মালামালের বিল ভাউচার তৈরী	২ দিন
২। ধাপ-২ সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর প্রহণ	১/২ দিন	ধাপ-২ সিজিআরপিএমএস সফটওয়্যার এ বিলের যাবতীয় তথ্যাদি হালনাগাদ ও সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ	৩০ মিনিট
৩। ধাপ-৩ আউট গোয়িং রেজিষ্টারে এন্ট্রি করণ	১/২ দিন	ধাপ-৩ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর বিলের সঠিকতা যাচাই বাছাই করতঃ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩০ মিনিট
৪। ধাপ-৪ ক্রয়কারী দপ্তর হতে সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ	৫ দিন	ধাপ-৪ বিল সেকশন হতে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিলটি প্রক্রিয়া করণ করা হয়।	৩০ মিনিট
৫। ধাপ-৫ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে বিল টি ইনকামিং রেজিষ্টারে এন্ট্রি করা হয়	১/২ দিন	ধাপ-৫ পরিচালক লজিস্টিকস/মহাপরিচালক মহোদয় সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিলটি অনুমোদন প্রদান করেন	১ ঘন্টা
৬। ধাপ-৬ সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে হতে বিল টি পত্রের মাধ্যমে বিল সেকশনে প্রেরণ	১ দিন	ধাপ-৬ এজিই অফিস হতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক সরবরাহ করতঃ পূনঃরায় বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩ দিন
৭। ধাপ-৭ বিল সেকশন হতে বিলটি প্রক্রিয়া করণ করা হয়।	২ দিন	ধাপ-৭ বিল সেকশন চেকটি সফটওয়্যারে এন্ট্রি করতঃ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন
৮। ধাপ-৮ বিল সেকশন হতে বিলের সঠিকতা যাচাই বাছাই করতঃ মিনিট আকারে পরিচালক লজিস্টিকস/মহাপরিচালক মহোদয়ের নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।	৩ দিন	ধাপ-৮ সংশ্লিষ্টি পরিদপ্তর চেকটি ক্রয়কারী দপ্তরে প্রেরণ করে।	১ দিন
৯। ধাপ-৯ বিলটি এজিই অফিসে প্রেরণ করা হয়	১/২ দিন	ধাপ-৯ ক্রয়কারী দপ্তর সরবরাহকারীর নিকট চেক হস্তান্তর করে।	২ দিন
১০। ধাপ-১০ এজিই অফিস হতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চেক সরবরাহ করতঃ পূনঃরায় বিল সেকশনে প্রেরণ করে	৩ দিন		
১১। ধাপ-১১ বিল সেকশন চেকটি সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরে প্রেরণ করে	১ দিন		
১২। ধাপ-১২ সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর চেকটি ক্রয়কারী দপ্তরে প্রেরণ করে।	১ দিন		
১৩। ধাপ-১৩ ক্রয়কারী দপ্তর সরবরাহকারীর নিকট চেক হস্তান্তর করে।	২ দিন		
মোট সময়	**২২ দিন**		**১০ দিন**

TVC (Time, Visit & Cost) বিশ্লেষণ

ক্ষেত্র	পূর্বের পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
সময়	২২ দিন	১০ দিন
খরচ	৪০%	২০%
ভিজিট	০৮ দিন	০২ দিন
ধাপ	১৩	০৯
জনবল	০৫ জন	০২ জন

পূর্বের পদ্ধতি ও বর্তমান পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা।

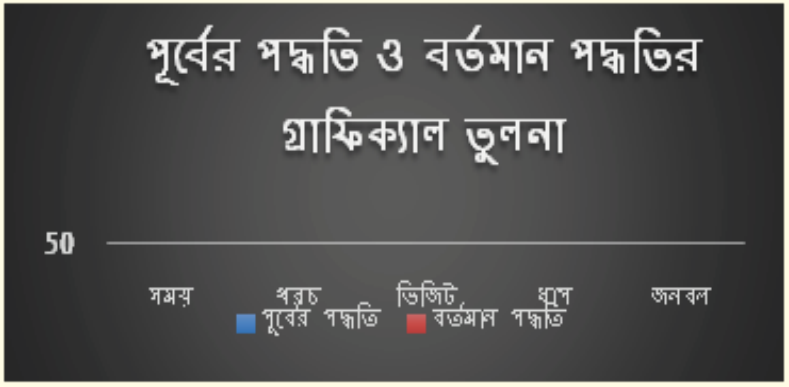

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ইনোভেশন ফটো গ্যালারী

উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষন

ডিজিটাল সার্ভিস রোডম্যাপ (DSDL) ল্যাব

তদন্ত সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

তদন্ত সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ-(২০২০-২০২১)

ক্র.	শিরোনাম	বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়নাধীন
০১	স্টোর ম্যানেজ মেন্ট সিস্টেম	মালামালের চাহিদা সম্বলিত আবেদনটি অফিস প্রধানের Seen হয়ে শাখায় আসতে অনেক সময় ব্যয় হয়। জরুরী মালামাল উত্তোলনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিত। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষে বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় রিকুইজিশন অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার সিস্টেম চালু করার জন্য গত ১৯/১২/২০২০ তারিখে একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতায় গত ১৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে রিকুইজিশন অ্যান্ড স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার সিস্টেম চালু করা হয়েছে।	প্রসেস ইনোভেশন	১. সফটওয়ারটি চালু করায় দ্রুত সময়ের মধ্যে মালামাল গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। ২. পণ্যের তালিকা আপলোড থাকায় চাহিদা মোতাবেক পণ্য আছে কিনা সেটা জানা সম্ভব হচ্ছে। ৩. মালামাল শেষ হওয়ার পূর্বে এলার্মিং সিস্টেম থাকায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নতুন পণ্য ক্রয় করা হচ্ছে। ৪. এতে সময়, শ্রম এবং জনবলের সাশ্রয় হচ্ছে।	বাস্তবায়িত

২. তদন্ত সংস্থার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ, ২০২০-২০২১

ক্র. নং	শিরোনাম	বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রকার	ইপ্সিত ফলাফল	চলমান/ বাস্তবায়নাধীন
০২	মামলার তদন্ত	১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত করছে তদন্ত সংস্থা। এ পর্যন্ত ৭৭ টি মামলায় ৩২৯ জনের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ৪২ টি মামলায় ১০৫ জনের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। বিচারে ৭০ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডাদেশ, ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদন্ডাদেশ ও ০১ জনের বিরুদ্ধে ২০ বছরের সাজা প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬ জনের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৩ টি মামলায় ২২২ জনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে বিচারকার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে ২৮ টি মামলায় ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন আছে। সারাদেশে বিভিন্ন আদালত, থানা ও জনগণের নিকট হতে সরাসরি এবং অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট ৬৯০ টি মামলা/অভিযোগের বিপরীতে ৩৮২৬ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান/তদন্ত মুলতবি আছে।	সার্ভিস ইনোভেশন	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের মাধ্যমে জাতিকে দায়মুক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত ও চলমান

৩. ২০২০-২১ সালে তদন্ত সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

৩.১ উদ্যোগের শিরোনাম

অনলাইনে Requisition and Store Management System সফ্টওয়ারের মাধ্যমে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য সহজে স্টোর থেকে মালামাল গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ;

৩.২ পটভূমি

বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারের মালামাল গ্রহণের জন্য সনাতন পদ্ধতিতে চাহিদাপত্রের মাধ্যমে আবেদন করা হত যা কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল এবং দীর্ঘ সময় লেগে যেত। নতুন পদ্ধতি চালুর পর দ্রুত সময়ের মধ্যে মালামাল পাওয়া যাচ্ছে। যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৩.৩ উদ্যোগের কল্যাণ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মালামাল গ্রহণে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

আর্কাইভস অধিদপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ মামলার নথি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে

স্বাধীনতা দেশ হতে উত্তরণ উপলক্ষে শোভাযাত্রায় তদন্ত সংস্থা

২০২০-২০২১ সালে উদ্ভাবনী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিত মালামাল গ্রহণে ব্যবহৃত চাহিদাপত্র প্রদান, সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হচ্ছে।

৪. তদন্ত সংস্থার ইনোভেশন সম্পর্কিত ফটো গ্যালারী

৫. অদ্যাবধি অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহ

১. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ

উহান শহরে উদ্ভুত করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসের আক্রমণে সহস্রাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সারাবিশ্বে এ পযন্ত প্রায় ১২ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ২৬ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেছে। বর্তমানে উক্ত ভাইরাসের বিস্তার অব্যাহত আছে। আশার কথা এ ভাইরাস মোকাবেলায় ইতোমধ্যে ভ্যাকসিনসহ বেশকিছু ঔষুধ আবিষ্কার হয়েছে। করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধ করার লক্ষে তদন্ত সংস্থা নিম্নরুপ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে:

- তদন্ত সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে Vaccine প্রদান করা হচ্ছে এবং বাধ্যতামূলক মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস পরিধানসহ পরিচ্ছন্নতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- তদন্ত সংস্থায় সাক্ষী, অতিথি কিংবা দর্শনার্থীদের প্রবেশে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সরকারের 'মাস্ক পরিধান করুন, সেবা নিন/Wear Mask, Get Service' নীতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে এই সকল ব্যানার টানানো আছে। করোনা ভাইরাস পরীক্ষান্তে বিজ্ঞ আদালতে সাক্ষীদের হাজির করা হচ্ছে।
- প্রবেশ পথে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন বাধ্যতামূলক এবং ট্রে এর উপর স্যানিটাইজেশন দিয়ে জুতার জীবানুমুক্ত করে অফিসে প্রবেশের ব্যবস্থা করা আছে।
- অফিসে আগত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য থার্মোস্টেট পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অফিস আদেশ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- অত্র সংস্থায় প্রতিমাসে ৩৫০/৪০০ দর্শনার্থী আগমন করেন। সবার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা নির্ণয়, স্যানিটাইজেশন ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- অত্র সংস্থায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রবেশে কড়াকড়ি, কোভিড-১৯ সতর্কতা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেয়াসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- অত্র তদন্ত সংস্থা কর্তৃক সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে মেনে সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত চ্যালেঞ্জ, যে কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করার নীতি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী অসুস্থ্যবোধ করলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ, প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধে গৃহীত সকল ব্যবস্থার ব্যয় তদন্ত সংস্থার বাজেটের কোড নং-৩২৫৫১০৫, ৩২৫৭৩০২ এবং ৩২৫৮১০৫ হতে ব্যয় করা হচ্ছে। এ যাবত অত্র সংস্থা হতে প্রায় ১,০৫,২৫২/- টাকা ব্যয়িত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে অত্র সংস্থায় আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ রাখা হয় নাই।
- বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতে এই মহামারী মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপ এবং নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পালন করা হবে।

- করোনা (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে তদন্ত সংস্থার কঠোর অনুশাসনের ফলে এ পর্যন্ত এই মহামারীতে অত্র সংস্থায় কর্মরত ১৭১ জনের মধ্যে ৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৬ জন সুস্থ্য হয়েছে এবং ০১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।
- আগত সাক্ষী এবং দর্শণার্থীদেরকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- অফিস চলাকালে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬. তদন্ত সংস্থার সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

সেবার নাম: ছুটি সহজিকরণ

	বিদ্যমান পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬.	কোঅর্ডিনেটরের বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল শাখায় প্রেরণ শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প্র:) নিকট প্রেরণ সহকারী পরিচালক প্রশা: হতে ডিডি এড. এর নিকট প্রেরণ ডিডি এডমিন হতে কো-কোঅর্ডিনেটরের নিকট প্রেরণ কো-কোঅর্ডিনেটর মহোদয় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।	১. কোঅর্ডিনেটরের বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল ২. শাখায় প্রেরণ ৩. শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প্র:) নিটক প্রেরণ এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

নিষ্পত্তির সময়:

বিদ্যমান পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
০৩ কার্যদিবস	০১ কার্যদিবস

বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র	বিদ্যমান পদ্ধতি	বর্তমান পদ্ধতি
সময়	০৩/০৪ কার্যদিবস	০১ কার্যদিবস
খরচ	(০) শূন্য	(০) শূন্য
ভিজিট	০৪ কার্যদিবস	০১ কার্যদিবস
ধাপ	০৬টি	০৩টি
জনবল	০৫	২

বিদ্যমান প্রসেসম্যাপ:

ধাপ সংখ্যা: ০৬
সম্পৃক্ত জনবল: ০৪
সময়: ০৩/০৪ কার্যদিবস

শুরু		
কোঅর্ডিনেটর বরাবর আবেদন দাখিল	০১	P: আবেদনকারী T: ০১ দিন
শাখার প্রেরণ	০২	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T: ০২ দিন
শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প্র:) নিকট প্রেরণ	০৩	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T: ০৩ দিন
সহকারী পরিচালক প্রশা: হতে ডিডি এড. এর নিকট প্রেরণ	০৪	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T: ০৩/০৪ দিন
ডিডি এডমিন হতে কো-কোঅর্ডিনেটরের নিকট প্রেরণ	০৫	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T: ০৪ দিন
কো-কোঅর্ডিনেটর মহোদয় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	০৬	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T: ০৪ দিন
শেষ		

প্রস্তাবিত প্রসেসম্যাপ:

ধাপ সংখ্যা: ০৩
সম্পৃক্ত জনবল: ০২
সময়: ০১কার্যদিবস

শুরু		
কোঅর্ডিনেটর বরাবর আবেদন দাখিল	০১	P: আবেদনকারী T: ০১ দিন
শাখায় প্রেরণ	০২	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী T: ০১ দিন
শাখা হতে নথিতে সহকারী পরিচালকের (প্র) নিকট প্রেরণ	০৩	P: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা T: ০১

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ-(২০২০-২০২১)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম: হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার (Hello Pakhi Location Finder)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিবরণ: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণে সহায়তা প্রদান এবং স্বয়ংক্রিয় সিডিআর এনালাইসিস সুবিধা প্রদান

ফলাফল ও সুবিধাদি: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ সেলুলার লোকেশন ফাইন্ডিং এবং ডাটা এনালিটিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই অপরাধীর অবস্থান শনাক্তকরণ, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং রিমোট অপারেশন পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

উদ্ভাবনের অগ্রগতি: বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১)

হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার

পটভূমি

তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এই আধুনিক যুগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি অপরাধীরাও ব্যবহার করছে আধুনিক প্রযুক্তি। অপরাধী সনাক্তকরনের পাশাপাশি তাদের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজন আধুনিক সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার। এক্ষেত্রে বিদেশী প্রযুক্তির ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও, দেশী উদ্যোগে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর ঘাটতি লক্ষণীয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের চাহিদা পর্যালোচনা করে, এনটিএমসির বিশেষায়িত রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিম হ্যালো পাখি নামক আধুনিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর উদ্যোগ নেয়। এনটিএমসি আর এন্ড ডি টিম এর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মেধার ফলাফল হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার।

উদ্যোগের কল্যাণ

হ্যালোপাখি ডেভেলপমেন্ট এর ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় খেয়াল রাখা হয়েছে সেগুলো হলো অপরাধীর লোকেশন নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করা; ব্যবহারকারিদের সঠিক ভাবে গাইড করা; সহজতর ইউজার ইন্টারফেস এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের উত্তম অভিজ্ঞতা প্রদান করা; ব্যবহারকারীদের সমস্যা সমাধানে যথাযথ টিকেটিং সিস্টেম রাখা; ব্যবহারকারীদের তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার সফটওয়্যারকে ক্রমাগত আপডেট রাখা।

হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার এপ্লিকেশন মূলত অপরাধীর মোবাইল ফোনের অবস্থান খুজে বের করে। ব্যবহারকারী প্রথমে ইন্টারফেসে যথাযথ ইনপুট প্রদান করেন। প্রদত্ত ইনপুট অনুসারে এডভান্সড অ্যালগরিদম এবং ডাটা এনালিটিক্স প্রয়োগের মাধ্যমে স্পেশালাইজড ম্যাপে ইউজার এর সামনে ভেসে উঠে অপরাধীর অবস্থান। পাশাপাশি অপরাধী যে মোবাইল টাওয়ার এর অধীনে আছে এবং তার আশেপাশের সকল মোবাইল টাওয়ার এর লোকেশন প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ব্যবহারকারী সিডিআর আপলোড করে অপরাধীর গতিবিধি সহজে আনালাইসিস করতে পারেন। ম্যাপ এ প্রদর্শনের পাশাপাশি ভিজুয়াল ডাটা এনালিটিক্স এর মাধ্যমে জটিল ডাটা সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে। হ্যালোপাখিতে ব্যবহৃত বিশেষ ম্যাপের মাধ্যমে কর্তব্যরত ব্যক্তি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পেয়ে থাকেন অপরাধীর অবস্থানে পৌছাতে। সেক্ষেত্রে হ্যালোপাখি লোকেশন ফাইন্ডার এপ্লিকেশন একটি কমান্ড সেন্টার সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অপরাধীর নিকট কোন পথে, কত সময়ে সহজে পৌঁছান সম্ভব তা সহজেই হ্যালোপাখি এর ম্যাপ এর মাধ্যমে জানা সম্ভব। ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষা যথাযথ পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন এবং এনক্রিপশন এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৪টি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংস্থা সমূহের প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি নিরবিচ্ছিন্নভাবে লোকেশন ফাইন্ডার (হ্যালোপাখি) সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আসছেন। পর্যায়ক্রমে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং ব্যবহারকারীরা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

টাইম কষ্ট ভিজিট (Time Cost Visit)

টিসিভি	পূর্বে	বর্তমান
সময়	অন্তত ৩-৫ দিন	তাৎক্ষণিক
খরচ	অন্তত ৫ হাজার	খরচ নাই
ভিজিট	অন্তত ৩ টি ভিজিট	ভিজিট প্রয়োজন নাই

হ্যালো পাখি সিস্টেম ইন্টারফেস

হ্যালো পাখি লোকেশন ফাইন্ডার অ্যাপ্লিকেশন এর প্রসেস ম্যাপ